

الْكَلِمَةُ الْحَاسِمَةُ السَّاهِرَةُ فِيْ الرَّدِّ عَلى الْبَرَيْلَوِيَّةِ الْمُجَسِّمَةِ الْفَاجِرَةِ

মাওলানা আহমাদ রেজা খান ও
মুফতি ইয়ার খান নঈমী

দুই ফাডিালের গোস্তাখী

১ম খণ্ড

আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

الْكَلِمَةُ الْحَاسِمَةُ السَّاهِرَةُ فِيْ الرَّدِّ عَلى الْبَرَيْلَوِيَّةِ المُجَسِّمَةِ الْفَاجِرَةِ

মাওলানা আহমাদ রেজা খান ও
মুফতি ইয়ারখান নঈমী

দুই ফাডিলের
গোস্তাখী

১ম খন্ড

আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা



মাওলানা আহমাদ রেজা খান ও মুফতি ইয়ার খান নঈমী

দুই ফাজিলের গোস্তাখী

লেখকঃ আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা
গ্রন্থস্বত্ব: লেখক
প্রকাশকাল: যিলহজ্জ ১৪৪২, আগস্ট ২০২১
প্রকাশকঃ আহলুস সুন্নাহ মিডিয়া
+8801676673946

অনলাইন পরিবেশকঃ rokomari.com; wafilife.com

প্রাপ্তিস্থানঃ
ঢাকা:
মুজাদ্দেদিয়া লাইব্রেরী, বায়তুল মুকাররম।
দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া মাদরাসা সংলগ্ন সালেহিয়া লাইব্রেরি।
+8801733965450
সিলেট:
১। নোমানিয়া লাইব্রেরী, কুদরতুল্লাহ মার্কেট, সিলেট।
২। লতিফিয়া লাইব্রেরী, কুদরতুল্লাহ মার্কেট, সিলেট।
৩। কোরআন মহল, কুদরতুল্লাহ মার্কেট, সিলেট।
৪। রাহবার লাইব্রেরী, সোবহানীঘাট, সিলেট।
বরিশাল
কামরুল হাসান নেছারী
01791252804
ঝিনাইদহ:
নাজমুস সায়াদাত
+8801777291809

প্রচ্ছদঃ
মোঃ ওবাইদুল হক

মূল্য: ৫০ টাকা

সূচিপত্র

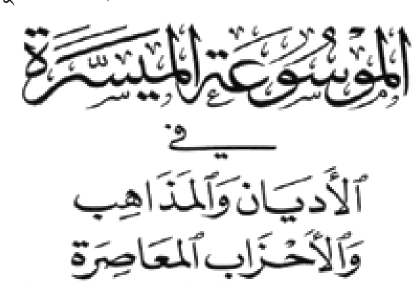
ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

الحَمْدُ للهِ بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلى رَسُوْلِه سَيِّدِ الكَائِنَاتِ

পাইকারী তাকফিরী ‘বেরলভিয়্যত’ বা ‘বেরলভিবাদ’ সম্পর্কে আমার তেমন জানাজানি ছিল না। প্রথম জানার আগ্রহ হয় কাতারে লেখাপড়া করাকালীন সময় যখন অভিযুক্ত হতাম আমি বেরলভী বলে। আমি জানতাম না কেন দেওবন্দী ঘরানার আমার সহপাঠিরা আমাকে ‘বেরলভি’ বলে অভিযুক্ত করতেন। কয়েকবার আমাকে অফিসেও ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। আকীদা বিষয়ে পরীক্ষায় আমার উত্তরপত্রগুলি অফিসে নিয়ে আবার চেক করা হয়েছে আমার সামনেই। আমি এই কথাও বলতে পারতাম না যে, আমি বেরলভী নই। কারণ “আল-ব্রাইলাভিয়্যাহ” কি জিনিস আমি জানি না।

এই বিষয়ে জানার জন্য আরবী একটি কিতাব কিনলাম। নাম আল-মাউসুআ’তুল মুয়াসসারাহ ফিল আদয়ানি ওয়াল মাযাহিবি ওয়াল আহযাবিল মুআ’সিরাহ”



এই কিতাবে বিভিন্ন দল ও জামাত সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এই কিতাবে ২৯৮ পৃষ্ঠায় “আল-ব্রাইলাভিয়্যাহ” বা বেরলভিবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ২৯৮ থেকে ২০৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা। পড়লাম পুরাটাই। আমার কাছে মনে হল নিরপেক্ষ আলোচনার চেয়ে বিরুধিতায় একতরফা আলোচনা করা হয়েছে। সব কথা বিশ্বাসও হলোনা। তখনকার সময় সব তথ্য মিলানোও সম্ভব হলো না।

আস্তে আস্তে আসল বেরলভীদের সাথেও পরিচয় ঘটতে লাগলো, বুঝতে শুরু করলাম সেই ছোট বেলায় কুলাউড়া শহরে একটি মাহফিলে আমার গ্রামের মরহুম কারী আব্দুল হান্নান (চেরাগ কারী) সাহেব যখন তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া বলে শ্লোগান দিয়েছিলেন তখন কেন বক্তা মাওলানা আব্দুল করীম সিরাজনগরী সাহেব রাগতঃ চেহারায় উনার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। লেখালেখির সুবাদে বন্ধুত্ব হয়ে উঠল আবুধাবী প্রবাসী বন্ধুবর মাওলানা নুরুল আবসার তইয়বী সাহেবের সাথে। একসময় তাদের তাকফীরী ফতোয়া, সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে তাদের নানান ফাইজলামী সবই জানা হলো। আমাদের শীর্ষস্থানীয় উস্তাদগণ ওদের এইসব বাড়াবাড়িতে পাত্তা দিতেন না, শুধু বলতেন ওরা মাফতূন।

সেই থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বেরলভী, দেওবন্দী সকলের সাথেই স্বাভাবিক সম্পর্ক রেখেই আমার চলা। ফেইসবুকের সুবাদে তইয়বি সাহেবের একটি লেখাও পড়লাম সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র বিরুদ্ধে। ২০১৫ সালে যখন আহলুস সুন্নাহ মিডিয়া গঠন হল এবং সালাফীদের বিভিন্ন ফিতনার জবাব দেয়া শুরু করলাম তখন ওরা ছাড়া বাকী সকলের সাথেই আমার সম্পর্ক, আন্তরিকতা আরো গভীর হল। ওয়াটসাপে আহলুস সুন্নাহ মিডিয়ার নামে বিভিন্ন গ্রুপ খুলা হল। গ্রুপ সমূহে মূলধারা আহলে সুন্নাত এবং বেরলভী আহলে সুন্নাত সবাই জায়গা পেলেন। প্রয়োজনমত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এডমিন নেয়া হল। একটি গ্রুপে এড করা হল বন্ধুবর তইয়বিকে। সম্ভবত ২০১৬ সালের কোন এক সময় আমাদের ওয়াটসাপের কোন একটি গ্রুপে বন্ধুবর তইয়বি সাহেব উনার ঐ লেখাটি শেয়ার করেন। শুরু হলো দারুন ঝামেলা। বিভিন্ন এডমিন এবং পরিচিতজন আমাকে দায়ী করা শুরু করলেন। অভিযুক্ত হয়ে গেলাম আমি। আরো যোগ হলো আমি কোন জবাব দিচ্ছিনা কেন? আমি বললাম সমস্যাটা অনেক পুরাতন, হঠাত করে মধ্যখান থেকে কি বলব! তাছাড়া আমরা মুকাবেলা করছি পুরা সালাফী বিশ্বকে, এইসব এই ঝামেলায় জড়ালে ওরা হাসবে।

তারপরও দায়মুক্তি হোক আর দায়িত্ববোধ থেকে হোক কয়েকজনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ২টি ভিডিও করা হল "বৃটিশ ভারত দারুল ইসলাম"। আমি বললাম আমাদের মাথায় আঘাত করবেন না, আমরা পাল্টা আঘাত করলে সইতে পারবেন না, কলিজা বড় করে রাখবেন, আমরা শুরু করলে

ছোট কলিজা নিয়ে মুকাবেলা করতে পারবেন না। ইত্যাদি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হল বলেই মনে হল তবে আমি ফিরে গেলাম আমার কাতার জীবনের ঐ গবেষণায় "বেরলভিবাদ" কি? এখন কিতাবও পাওয়া যাচ্ছে। সালাফীবাদ মুকাবেলার সাথে সাথে এই কাজও আমার অব্যাহতভাবে চলতে থাকল সঙ্গোপনে।

ঐ সময় কয়েকজন এডমিন মিলে "আজাদী আন্দোলন" নামে একটি ফেইসবুক পেইজ বা গ্রুপ করলেন তইয়বিদের জবাব দেয়ার জন্য। এডমিন সাইয়িদ আযহার উদ্দীন সাহেব কারো একটি লেখা এই গ্রুপে পোষ্ট করেন। আমার জানা ছিল না। বহুদিন পর ২০১৮ সালের শেষ দিকে সম্ভবত ঐ লেখাটি সামনে চলে আসে। বেরলভী কয়েকজন হযরত আমার কাছে এই বিষয়ে জানতে চান। আমি সত্যটি তুলে ধরি।

খুব সম্ভব ২০১৯ সালের শেষার্ধে মাওলানা আশরাফুজ্জামান সাহেবের কোটি টাকার চ্যালেঞ্জ। মাওলানা সদরুল আমীন জগন্নাথপুরী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। এরপর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন মুফতি মাওলানা শাহ আলম সাহেব। আমি সবই দেখছি কিন্তু কিছু বলছিনা। বিভিন্নজন কল দেন আমার জবাব ছিল উনারা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন দেখা যাক কি হয়। ম্যাসেঞ্জারেও কল আসে, অপরিচিত হলে রেসপন্স করিনা। একদিন কল দিলেন মুফতি মাওলানা শাহ আলম সাহেব। এই বিষয়ে অনেক কথা হল। এই সময় কয়েকদিন যাবত হালিশহর দরবার থেকে একজন কল দিতেন আমি আন্সার দিতাম না। যেদিন শাহ আলম সাহেবের সাথে কথা হচ্ছিল তার আগের দিনও উনি কল দিয়েছিলেন আমি রেসপন্স করিনি। মুফতি শাহ আলম সাহেবের কাছে জানতে চাইলাম হালিশহর দরবার সম্পর্কে। মুফতি সাহেব জানেন এবং এটাও জানেন উনি আমার সাথে যোগাযোগ করছেন।

পরদিন আবার কল দিলেন উনি। নামটা বলা ঠিক হবে কি না জানিনা। দীর্ঘক্ষন উনি আমার সাথে কথা বললেন। জাযাহুল্লাহু খাইরান। উনি আমাকে উৎসাহিত করলেন এই বিষয়ে এডভান্স হতে।

২০১৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর আমি একটি ভিডিওবার্তা দিলাম বেরলভীদেরকে। শিরোনাম ছিল "কোটি টাকার চ্যালেঞ্জ, আত্মঘাতী দ্বন্ধ, ফেতনা দমনে চ্যালেঞ্জ গ্রহণে আমরা বাধ্য, মারহাবা মুফতি শাহ আলম ও মাওলানা সদরুল আমীন, সত্য প্রকাশে আমরা আপনাদের পাশে"।

উনাদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করলাম, বললাম ক্ষতিটা উনাদেরই হবে, ফায়দা হবে বালাকোটিদের।
অপেক্ষা করলাম ২২ দিন। উনারা কোন পদক্ষেপ নিলেন না। বাধ্য হয়ে অক্টোবরের ৮ তারিখে শুরু হল "আলা হযরত সমাচার"।

যা বেরিয়ে এল তা নিতান্তই দুঃখজনক। কোটি টাকার চ্যালেঞ্জের একটি বরকত হল "দুই ফাজিলের গোস্তাখী"। উনারা যদি সেই ২২ দিন সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিতেন আজকে হয়তো তাদের এত লেজেগোবরে অবস্থা হতোনা। শায়খে ইন্নামা, গোপন সুন্নতী, শায়খ বিহারী, ইন্ডিয়ান মুফতি, সিরাজনগরী বাপ-পুত যারাই মুখ খুলেছেন মূর্খতার প্রমাণ দিয়েছেন।

ভুল হয়ে গেলে আমি স্বীকার করি তা প্রমাণিত। তবে আমি সরাসরি কিতাব দেখিয়ে দিচ্ছি। আলা হযরত / ফাজিলে বেরলভী সমাচার সুন্নীয়তের দলীলের নাম।
সমাচারের জবাবের নামে আউল-বাউল ফাউল করেছেন বারবার। জবাবের জবাব কিছুই হয়নি। জবাব একেবারে না দিলে আরো ভালো করতেন, জাতি যদিও আপনাদের এত লেজে-গোবরে-পেশাবে অবস্থা দেখা থেকে বঞ্চিত হত।
যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন সবাই মিলে তাওবা করুন। আপনাদের গোস্তাখী আপনাদের কিতাব থেকে সরাসরি আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি। বানোয়াট সব আকীদা প্রত্যাহার করুন, সুন্নীয়তের আদি ও আসল আকীদায় ফিরে আসুন।
বালাকোট আমাদের কোন আ'ইব নয়, বালাকোট আমাদের অহংকার। শহীদে বালাকোটের রুহানী সন্তানেরা শুধু আঘাত মুকাবেলায়ই করতে জানেনা, পাল্টা আঘাতও করতে জানে।

মুহাম্মাদ আইনুল হুদা
নিউইয়র্ক
আগস্ট ১, ২০২১

আল্লাহর শানে ফাজিলে বেরলভীর গোস্তাখী

ফাজিলে বেরলভী মাওলানা আহমাদ রেজা খান "ইন হিয়া ইল্লা ফিতনাতুক" আয়াতাংশের অনুবাদে তাঁর মালফুজাতে বলেন

রাগ মিশ্রিত স্বভাব।' ভাল এটিও বাদ। তিনি আল্লাহর তায়ালার দরবারে আরজ করেন, إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ 'এ সবগুলো আপনার ফিৎনা।' উম্মুল মু'মিনীন সিদ্দিকা

"এ সবগুলো আপনার ফিতনা"।[1]

মূল উর্দু দেখুন

پھر ان کو بھی جانے دیجئے وہ جو رب (عزوجل) سے عرض کی ہے:

إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ (پ۹، الاعراف ۱۵۵) یہ سب تیرے ہی فتنے ہیں۔

"ইয়ে ছব তেরে হী ফিতনে হ্যায়"[2]

আল্লাহকে ফিতনাকারী সাব্যস্ত করা অবশ্যই আল্লাহর শানে গোস্তাখী।

আবার কানযুল ঈমানে বলেছেন অন্যকথা

করেছে (২৯১)? ওটা তো নয়, কিন্তু তোমার পরীক্ষা করা। তুমি তা দ্বারা বিপথগামী করো

কানযুম ঈমানের অনুবাদ ঠিক আছে। মালফুজাতে করা হয়েছে গোস্তাখী আল্লাহর শানে।

হযরত এরশাদ বিহারী সাহেব তাঁর বক্তব্যে বুঝাতে চেয়েছেন মালফুজাত দলীলের জন্য গ্রহণযোগ্য কোন কিতাব নয়, কানযুল ঈমান গ্রহণযোগ্য। কানযুল ঈমান কোন গ্রহণযোগ্য কিতাব তা তো "ইন্নামা"য় প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।

---

[1] মালফুজাতে আলা হযরত বাংলা, পৃষ্ঠা ২২৫

[2] মালফুজাতে আলা হযরত, দাওয়াতে ইসলামী, পৃষ্ঠা ৩৩২

ফাজিলে বেরলভী কানযুল ঈমানে কুরআনে করীমের অনুবাদ করতে গিয়ে ইন্নামা শব্দের অনুবাদে খেয়ানত করেছেন, উপাধ্যক্ষ সাহেবের মতে “প্রমাণিত” ডাকাতি করা হয়েছে।

মালফুজাত হযরতের জবানী, কানযুল ঈমান হযরতের লেখনী। বিহারী হযরত ফাজিলে বেরলভীর জবানীকে অগ্রহণযোগ্য বানিয়ে দিলেন!!! আসলে তিনি যে কথাটি আংশিক স্বীকার করলেন কোটি মানুষের মুখে সেই কথাই “সামগ্রিকভাবে ফাজিলে বেরলভী কোন নির্ভরযোগ্য আলেম নন।“

তাদের দাবি হল, ফাজিলে বেরলভীর জবানে ও কলমে বিন্দুমাত্র ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ফাজিলজীর লেখা উর্দু আহকামে শরীয়ত কিতাবের ভুমিকায় “আলা হযরত কা লগজিশৌ ছে মাহফুজ রাহনা” অধ্যায় দেখুন, (স্ক্রিনশর্ট দেয়া হল)

www.alahazrat.net

اعلیٰ حضرت کا کالغزشوں سے محفوظ رہنا

علمائے دین کے اعلیٰ کارنامے چودہ صدیوں سے چلے آرہے ہیں مگر لغزش علم وفلت لسان سے بھی محفوظ رہنا یہ اپنے بس کی بات نہیں۔زور قلم میں بکثرت تفرد پسندی میں آگئے بعض تجدد پسندی پر اتر آئے۔تصانیف میں خود آرائیاں بھی ملتی ہیں۔لفظوں کے استعمال میں بھی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں۔قول حق کے لہجہ میں بھی بوئے حق نہیں ہے۔حوالہ جات میں اصل کے بغیر نقل پر ہی قناعت کرلی گئی ہے لیکن ہم کو اور ہمارے ساتھ سارے علمائے عرب وعجم کو اعتراف ہے کہ یا حضرت شیخ محقق مولانا محمد عبدالحق محدث دہلوی، حضرت مولانا بحر العلوم فرنگی محلی ، یا پھر اعلیٰ حضرت کی زبان وقلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا۔

ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔ اس عنوان پر غور کرنا ہو تو فتاویٰ رضویہ کا گہرا مطالعہ کر ڈالئے۔

“আলা হযরত কি জবান ও ক্বালাম নুক্বতা বরাবর খাত্বা করে উছকো নামুমকিন ফরমা দিয়া। উছ উনওয়ান পর গৌর কর না হো তো ফতোয়ায়ে রেজভিয়া গেহরা মুতালাআ’ কর ডালে।”
অর্থাৎ, আলা হযরতের জবান এবং কালামে বিন্দু পরিমাণ ভুল হওয়া অসম্ভব। এই বিষয় বুঝতে হলে ফতোয়ায়ে রেজভিয়া ভাল করে পড়ে নিন।

রাসূলের শানে ফাজিলে বেরলভীর গোস্তাখী

এক: মহিলার বুকে হাত মারলেন নবীজী (নাউজুবিল্লাহ)

মালিকুল উলামা মাওলানা জফর উদ্দীন ক্বাদিরী রেজভী তাঁর লেখা হায়াতে আলা হযরত কিতাবের ৭৮২ পৃষ্ঠায় ফাজিলে বেরলভী'র জবানী উল্লেখ করেন (কিতাবের স্ক্রিনশর্ট দেয়া হল)

ام الصبیان مرگی اور درد سر کا علاج:

کسی نے عرض کیا: "حضور یہ صرع کیا کوئی بلا ہے" ارشاد ہوا: ہاں اور بہت خبیث بلا ہے اور اسی کو ام الصبیان کہتے ہیں' اگر بچوں کو ہو ورنہ صرع (مرگی)۔ تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر پچیس برس کے اندر اندر ہوگی تو امید ہے کہ جاتی رہے اور اگر پچیس برس کے بعد والے کو ہوئی تو اب نہ جائے گی۔ ہاں اگر کسی ولی کی کرامت یا تعویذ سے جاتی رہے تو امر آخر ہے۔ یہ فی الحقیقت ایک شیطان ہے جو انسان کو ستاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک عورت اپنی لڑکی کو لائیں۔ عرض کی صبح و شام یہ مصروعہ ہو جاتی ہے۔ حضور نے اس کو قریب کیا اور اس کے سینے پہ ہاتھ مار کر فرمایا:

اخرج عدو الله وانا رسول الله (نکل اے اللہ کی دشمن میں سب کے لیے خدا کا رسول ہوں۔)

اسی وقت اسے قے آئی۔ ایک سیاہ چیز جو چلتی تھی اس کے پیٹ سے نکلی اور غائب ہو گئی۔ اور وہ عورت ہوش میں آ گئی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک

ফাজিলে বেরলভী মাওলানা আহমাদ রেজা খান সাহেব বলেনঃ হুজুরে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামা'র দরবারে এক মহিলা তার মেয়েকে নিয়ে আসলেন। মহিলা আরজ করলেন সকাল সন্ধ্যা মেয়েটিকে জিন আছর করে / অথবা মৃগী রোগ দেখা দেয়। হুজুর তাকে কাছে নিয়ে আসলেন এবং তার বুকে হাত মেরে বললেন,

اخْرُجْ عَدُوَّ اللهِ وَأَنَا رَسُوْلُ اللهِ

"বের হও আল্লাহর দুশমন, এবং আমি রাসূলুল্লাহ"।

সাথে সাথে তার বমি হল, একটি চলন্ত কালো জিনিষ তার পেট থেকে বের হয়ে গায়েব হয়ে গেল এবং ঐ মহিলা (আওরত)'র হুঁশ ফিরে এল। [3]

এই শব্দে এই বর্ণনার কোন ভিত্তি নেই। উপরন্তু প্রমাণ করা হয়েছে রাসূল এক মেয়ে / মহিলার বুকে হাত মেরেছেন। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। যা স্পষ্টতঃ রাসূলের শানে গোস্তাখী।

রাসূল কোন বেগানা মহিলাকে স্পর্শ করেননিঃ

সহিহ মুসলিম শরীফে উরওয়া ইবনু জুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ } يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ{ إِلَى آخِرِ الآيَةِ . قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ " . وَلاَ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ . غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلاَمِ - قَالَتْ عَائِشَةُ - وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلاَّ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ " قَدْ بَايَعْتُكُنَّ " . كَلاَمًا [4].

নবী সহধর্মিণী আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুমিন মহিলাগণ যখন হিজরাত করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে (মদীনায়) আসতেন তখন আল্লাহ তা'আলার বাণী অনুযায়ী পরীক্ষা করা হতো। (সে বাণী হচ্ছে) "হে নবী। যখন মুমিন মহিলাগণ আপনার কাছে এ মর্মে বাই'আত হতে আসে যে তারা আল্লাহর সাথে অপর কাউকে শরীক

---

[3] হায়াতে আলা হযরত, লেখক মালিকুল উলামা মাওলানা জফর উদ্দীন ক্বাদিরী রেজভী, পৃষ্ঠা ৭৮২

[4] صحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، باب كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ ، حديث 1866

করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না ..." (সূরাহ মুমতাহিনাহ্ ৬০ / ১২) আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

আয়িশাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, মু'মিন মহিলাদের যে কেউ এসব অঙ্গীকারাবদ্ধ হতো এতেই তারা বাই'আতের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে বলে গণ্য হতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যখন তারা মৌখিকভাবে এসব অঙ্গীকার করতো তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বলতেন, তোমরা চলে যাও, তোমাদের বাই'আত গ্রহণ করা হয়েছে। **আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাত কোন দিন কোন (অপরিচিত) মহিলার হাতকে স্পর্শ করেনি।** তবে তিনি মৌখিকভাবে বাই'আত গ্রহণ করতেন।

আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আল্লাহর কসম আল্লাহর নির্দেশিত পথ ছাড়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দিন মহিলাদের ওয়াদা গ্রহণ করেননি এবং **রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাত কোন দিন কোন (অপরিচিত) মহিলার হাত স্পর্শ করেনি।** তাদের ওয়াদাবদ্ধ হওয়ার পরই তিনি মৌখিকভাবে বলে দিতেন, তোমাদের বাই'আত গ্রহণ করলাম। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৬৮১, ইসলামিক সেন্টার ৪৬৮৩)[5]

রাসূলের হাত কোন বেগানা মহিলার হাত স্পর্শ করেনি। সহিহ হাদিস। অথচ ফাজিলে বেরলভী প্রমাণ করলেন নবীজী হাত মেরেছেন এক মেয়ে / মহিলার বুকে!!! এই ভিত্তিহীন কথাটি লিখতে উনার জবান একটু কাঁপল না!!!

উনার অনুসারীরা আরো আজব চীজ। উনারা সহিহ হাদিস, রাসূলের শান ও আজমত সব জলাঞ্জলি দিয়ে প্রমাণ করার বহু ব্যর্থ চেষ্টা করলেন তাদের হযরত ঠিক। যা অনেকগুলী প্রমাণের একটি যে, তারা তাদের হজরতকে রাসূলের উর্ধ্বে মর্যাদা দেন।

বাংলাদেশ এবং ভারতের দুই "ইন্নামা" হযরত পেশ করলেন ভিন্ন একটি মুরসাল রেওয়ায়াত,

عَن ابْن جريج عَن الْحسن بن مُسلم أَنه أخبرهُ أَنه سمع طاووساً يَقُول :كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يُؤْتى بالمجانين فَيضْرب صدر

[5] সহিহ মুসলিম, হাদীস ১৮৬৬

أحدهم وَيبرأ، فَأتي بمجنونة يُقَال لَهَا :أم زفر، فَضرب صدرها فَلم تَبرأ وَلم يخرج شيطانها، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم :هُوَ مَعهَا فِي الدُّنْيَا وَلها فِي الْآخِرَة خير

বালিকার বুকে হাত মারা প্রমাণে উনারা কিভাবে ব্যর্থ হলেন?

১। রেওয়ায়েত ভিন্ন। বালিকার বুকে হাত মারার যে ঘটনা আমি রদ্দ করেছি, উনারা নিয়ে এসেছেন অন্য এক রেওয়ায়েত।
২। ভিন্ন রেওয়ায়েতেও হাত মারার কথা নেই।
৩। উনারা আরো সামান্য সামনে গেলে পেয়ে যেতেন অসুস্থ মানুষের শরীরে হাত রাখার কথা, তখন বিষয়টি উনাদের কাছে কিছুটা হলেও পরিষ্কার হয়ে যেত।
৪। সহীহ বুখারীর মেইন হাদীসের সাথে এই মুরসাল হাদীসের বক্তব্য, উনারা যেই ইরাবে পড়েছেন সে অনুযায়ী, সাংঘর্ষিক।
৫। উনারা বালিকার বুকে হাত মারা প্রমাণ করতে পারেননি। যদি পারতেনও তবু মুসলিম শরীফের সহীহ হাদীসের বিপরীতে মুরসাল হাদীস দলীল যোগ্য হতো না।
৬। অন্য ইরাবে পড়ারও সুযোগ আছে।

সহিহ বুখারীর মূল হাদিসঃ

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى. قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي. قَالَ " إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ ". فَقَالَتْ أَصْبِرُ. فَقَالَتْ إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ تِلْكَ، امْرَأَةٌ طَوِيلَةٌ سَوْدَاءُ عَلَى سِتْرِ الْكَعْبَةِ.[6]

‘আত্বা ইবনু আবূ রাবাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) আমাকে বললেনঃ আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাব না? আমি বললামঃ অবশ্যই। তখন তিনি বললেনঃ এই কালো রঙের মহিলাটি, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসেছিল। তারপর সে বললঃ আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমার লজ্জাস্থান খুলে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু‘আ করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি যদি চাও, ধৈর্য ধারণ করতে পার। তোমার জন্য আছে জান্নাত। আর তুমি যদি চাও, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দু‘আ করি, যেন তোমাকে অরোগ্য করেন। স্ত্রীলোকটি বললঃ আমি ধৈর্য ধারণ করব। সে বললঃ ঐ অবস্থায় আমার লজ্জাস্থান খুলে যায়, কাজেই আল্লাহর নিকট দু‘আ করুন যেন আমার লজ্জাস্থান খুলে না যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দু‘আ করলেন। (আধুনিক প্রকাশনী- ৫২৪০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫১৩৬)
‘আত্বা (রহ.) হতে বর্ণিত যে, তিনি সেই উম্মু যুফার -কে দেখেছেন কা’বার গিলাফ ধরা অবস্থায়। সে ছিল দীর্ঘ দেহী কৃষ্ণ বর্ণের এক মহিলা। [মুসলিম ৪৫/১৪, হাঃ ২৫৭৬, আহমাদ ৩২৪০] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫২৪১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫১৩৭)[7]

“ইন্নামা” দুই হযরতের পেশকৃত রেওয়ায়েত যদিও ফাজিলে বেরলভীর উল্লেখ করা রেওয়ায়েত থেকে ভিন্ন, বুখারী ও মুসলিমের সহিহ হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক, রেওয়ায়েতটি মুরসাল তারপরও আমরা একটু দেখি “নবীজী মহিলার বুকে হাত মারলেন” এই কথা তারা প্রমাণ করতে পারলেন কি না।

---

[6] صحيح البخاري ، كتاب المرضى ، باب فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرِّيحِ ، حديث 5652

[7] সহিহ বুখারী, তাওহীদ, হাদীস ৫৬৫২

উনারা পড়েছেন

فَضَرَبَ صَدْرَهَا

"অতঃপর তিনি তার বুকে মারলেন"।

"বুকে হাত মারলেন" এই কথা প্রমাণ হলোনা। "দ্বারাবা" শব্দের একটি অর্থ "আশারা" ইশারা করলেন।[8]

উনারা যদি ফাজিলে বেরলভীর উল্লেখিত রেওয়ায়েতটি "ফাদ্বারাবা সাদরাহা বিয়াদিহী" এই শব্দে সহিহ সনদে পেশ করতে পারেন যা বুখারী মুসলিমের হাদিসের মুকাবিলায় দাড় করানো যায় তখন তাদের দাবী প্রমাণিত হবে। নতুবা জাল হাদিস বর্ণনা করে তিনি হয়তো জ্বিনে ধরা বা মৃগী রোগে অসুস্থ মহিলার বুকে হাত মারা বা হাত দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন, রাসূলের শানে গোস্তাখী, রাসূলের নামে মিথ্যা বলার অপরাধ থেকে তিনি এবং তার অন্ধ অনুসারীরা বাঁচতে পারবেন না।

অন্য ই'রাবে পড়ার সুযোগ আছে এবং তা অবস্থার সাথে মিলেও যায়,

فَضُرِبَ صَدْرُهَا

(নবীজীর খেদমতে নিয়ে আসার পর)মহিলার বুকে কম্পন শুরু হল বা বুকে মার শুরু হল।

ছেলেকে মেয়েতে রূপান্তর করে বুকে হাত মারানোঃ জাল হাদিস রচনাঃ উদ্দেশ্য কি?

মুসনাদে ইমাম আহমাদ থেকে একটি হাদিস দেখুন

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ - قَالَ وَكِيعٌ: مُرَّةَ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ، وَلَمْ يَقُلْ: مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ -، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا بِهِ لَمَمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اخْرُجْ عَدُوَّ اللهِ، أَنَا رَسُولُ اللهِ " قَالَ: فَبَرَأَ[9]

---

[8] কেউ আবার আশার (রাহিমাহুল্লাহ)মনে করবেন না!!!

[9] مسند الإمام أحمد 17549

মুররা সাক্বাফী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা'র নিকট তাঁর একজন পাগল বাচ্চাকে নিয়ে আসে। তিনি (আল্লাহর রাসূল) বলেন, আল্লাহর দুশমন বের হও! আমি আল্লাহর রাসূল। রাবী বলেন, এরপর বাচ্চাটি আরোগ্য লাভ করে'।[10]

এই হচ্ছে সেই হাদীস, যাতে জাল মিশিয়ে দিয়েছেন ফাজিলে বেরলভী। বেরলভীদের কাছে তাদের হযরত মা'সুম, তার জবান ও কলমে বিন্দু পরিমাণ ভুল হওয়া অসম্ভব। তাদের কাছে তাদের হযরতের মর্যাদা রাসূলের মর্যাদার ঊর্ধ্বে। সুতরাং তারা ভুল স্বীকার করতে পারে না। রাসূলের শান থাক বা যাক এতে তাদের কিছু যায় আসে না! নাউজুবিল্লাহ।

ফাজিলজী এই হাদিসের ছেলেকে মেয়েতে বা মহিলাতে রূপান্তর করেছেন। যোগ করেছেন "রাসূল বুকে হাত মারলেন"। উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য হয়তো মেয়ে মানুষের বুকে হাত মারা বা হাত দেয়ার ব্যবস্থা করা। আল্লাহ হেফাজত করুন। ফাজিলজী! ঐ মূর্খতার দিন শেষ, সুন্নীয়তের সব দেশ।

দুইঃ দাসী মান্নত ও রাসূলের শানে গোস্তাখী

গোস্তাখে রাসূল অনেক বড় আলেম হতে পারে কিন্তু কখনো ইমামে আহলে সুন্নাত হতে পারেনা।

ফাজিলে বেরলভী তার হজ্জের সফরে রাসূলের মেহমানদারীর তুলনা দিতে গিয়ে মাজারে দাসী মান্নত ও দাসীর সাথে যৌনমিলনের একটি রোমান্টিক কাহিনী বর্ণনা করে রাসূলের শানে স্পষ্ট গোস্তাখী করেছেন। দাসী মান্নত ও ভোগের কাহিনী সত্য না মিথ্যা সেটা তো পরের কথা।
আল্লাহর রাসূলের মেহমানদারীর উপমা দেয়ার আর কিছু ছিল না?

দেখুন মালফুজাতে আলা হযরত বাংলা, পৃষ্ঠা ২৪৪ ও ২৪৫। (স্কীনশর্ট দেয়া হল)

---

[10] মুসনাদ ইমাম আহমাদ ১৭৫৪৯

মালফুযাত-ই আ'লা হযরত

প্রশ্ন : যদি দেয়াল এত উঁচু হয় যে, মহিলাদের মাথা দেখা যায় না। তাহলে দেয়ালের পিছনে যারা থাকবে তাদের কাছে ইমামের রুকু ও সিজদা দেখা যাবে না। ফলে ইক্তিদা কিভাবে শুদ্ধ হবে?

উত্তর : ধ্বনি পৌঁছবে।

প্রশ্ন : কর্জ উসূলে যা খরচ হবে তা কর্জ গ্রহীতার থেকে নিতে পারবে কী না?

উত্তর : একটি দানাও নিতে পারবে না।

সংকলক : দ্বিতীয়বারের উপস্থিতিতে যে সব পুরস্কার মহানবী থেকে পেয়েছেন তা উল্লেখ করতঃ ইরশাদ করেন, তিনি স্বয়ং নিজের অতিথিদের মেহমানদারী করেন। হুযূর তো হুযূর ﷺ হুযূরের উম্মতের আউলিয়াদেরও এই শান। হযরত সৈয়্যদি আহমদ বদভী কবির رحمه الله যার খোশরোজ শরীফ মিশরে হয়। মাজার শরীফে তার খোশরোজ শরীফের দিন প্রতি বছর জামাত হয় এবং তার মিলাদ পড়া হয়। ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী কুদ্দিসা সিররুহু আবশ্যকভাবে প্রতি বছর উপস্থিত হতেন। নিজ গ্রন্থেও খুবই প্রশংসা করেছেন। কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী মজলিশের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তিন দিন ব্যাপী মজলিস হত। একদা তাঁর বিলম্ব হয়। তিনি সর্বদা একদিন পূর্বে উপস্থিত হতেন। ঐ বার শেষ দিন পৌছেন। যে সব আউলিয়া মাজারে মুরাকাবা রত ছিলেন তারা বলেন, দু'দিন ধরে কোথায় ছিলেন? হযরত মাজার মোবারক থেকে পর্দা তুলে বলছেন, আবদুল ওয়াহাব এসেছে, আবদুল ওয়াহাব এসেছে? তিনি বলেন, হুযূরের আমার আসার অবগতি হয় কী? তাঁরা বলেন, অবগতি কিভাবে? হুযূর তো বলছেন, যতই দুর থেকে কোন মানুষ আমার মাজারে আসার ইচ্ছা করে না কেন আমি তার সঙ্গে হই। তাকে হেফাজত করি। যদি তার এক টুকরো রশি চলে যায় আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন। (অতঃপর বলেন) তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল এবং তিনিও তাঁর জন্য নিবেদিত ছিলেন। তাই হযরতের তার প্রতি বিশেষ ভালবাসা ছিল। আল্লাহর কাছে তার সম্মান ও অবস্থান কী রূপ তাহলে তাকে দেখতে হবে। তার হৃদয়ে আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদা কী রূপ, ঐ পরিমাণ তার মর্যাদা ও আল্লাহর কাছে হবে। হযরত সৈয়্যদি আবদুল ওয়াহাব শীর্ষস্থানীয় অলি ছিলেন। হযরত সৈয়্যদি আহমদ বদভী কবির এর মাজার শরীফে অনেক বেশী জমায়েত ও জনজট হতো। উক্ত সমাবেশে আসার পথে এক বণিকের দাসীর উপর দৃষ্টি পড়ল। তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। হাদিসে আছে-

اَلنَّظْرَةُ الْاُوْلٰى لَكَ وَالثَّانِيَةُ عَلَيْكَ.

-প্রথম দৃষ্টি ক্ষমা দ্বিতীয় দৃষ্টিতে জবাব দিহিতা আছে।

অর্থাৎ- প্রথম দৃষ্টিতে কোন পাপ হবে না। দ্বিতীয় দৃষ্টিতে পাপ হবে। যাক তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন তবে মহিলাটি তার পছন্দনীয় হয়। যখন তিনি মাজারে আসেন এরশাদ করেন, আবদুল ওয়াহাব! ঐ কৃত দাসীটি কি পছন্দীয় হয়েছে? আরজ করি, হ্যাঁ, নিজ শাইখের কাছে কোন কথা গোপন না রাখা উচিৎ। ইরশাদ করেন, ঠিক আছে, আমি উক্ত দাসী তোমাকে দান করেছি। এখন আমি নিরব, দাসী তো বণিকের আর হুযুর দান করেছেন। তৎক্ষণাৎ উক্ত বণিক উপস্থিত হন এবং তিনি দাসীকে মাজার শরীফে মান্নত করে দেন। খাদেমকে ইশারা করেন, তিনি তাকে উৎসর্গ করেন। এরশাদ করেন, আবদুল ওয়াহাব; এখন বিলম্ব কেন? অমুক কক্ষে নিয়ে যাও এবং নিজ প্রবৃত্তি/ প্রয়োজন পূর্ণ কর।

প্রশ্ন : নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) ও অলিগণের কবর ও জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কী?

উত্তর : নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম)-এর জীবন প্রকৃত অনুভূতিজাত ও পার্থিব। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য তাদের উপর কিছু সময়ের জন্য মৃত্যু আসে। অতঃপর তাদেরকে উক্ত জীবন পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হয়। উক্ত জীবনে পার্থিব জীবনের বিধানসমূহ প্রযোজ্য নয়। তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন করা যাবে না। তাদের বিবিদের বিবাহ হারাম। তাদের বিবিদের ওফাতের ইদ্দত পালন করতে হবে না। তাঁরা তাঁদের কবরে আহার পানাহার করেন। বরং সৈয়্যদি মুহাম্মদ বিন আবদুল বাকী যুরকানী বলেন, "নবীদের পবিত্র কবরে বিবিদেরকে পেশ করা হবে। তাঁরা তাঁদের সাথে মিলন করেন।" হুযূর আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে হজ্ব করতে, লাব্বাইকা বলতে, নামায পড়তে দেখেছেন। অলিগণ, আলেমগণ ও শহিদগণের কবরজীবন যদিও পার্থিব জীবনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উন্নততর তবে তাদের উপর পার্থিব জীবনের বিধান প্রযোজ্য হবে না। তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন করা হবে তাদের বিবিগণ ওফাতের ইদ্দত পালন করবেন। কবরের জীবন তো সাধারণ মু'মিনের জন্যও প্রমাণিত। হাদিস শরীফে আছে- মু'মিনের উপমা ঐ পাখির মত যা খাচার মধ্যে, যতক্ষণ খাচার মধ্যে থাকে তার উড়া খাচার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যখন তা থেকে মুক্তি পায় তখন তার উড়া কত হবে। মৃত্যুর পর সাধারণ মানুষের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির

কি বুঝাতে চেষ্টা করছেন ফাজিলে বেরলভী? তিনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন নবীজীও এইভাবে মেহমানদারি করেন!! ফাজিলে বেরলভীর মত লোকদের জন্য কবর শরীফ থেকে নারী ভোগের ব্যবস্থা করে দেন!!!! নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। লা'নাতুল্লাহি আলাল কাজিবীন।

কেউ কেউ বলেছিলেন যে এটা তো সংকলকের কথা!! ম্যাজিক দেখানোর দিন শেষ। প্রথম ৩ লাইন পড়ুন, ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

তিনঃ স্ত্রী সহবাসের সময়ও নবীজী হাজির নাজির

মুসলিম শরীফের একটি হাদিস উল্লেখ করে বেরলভী লেখক মাওলানা উমর আচরওয়ী তার মিকয়াসে হানাফিয়্যত বই'র ২৮২ পৃষ্ঠায় বলেন, এই হাদিস প্রমাণ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের সময়ও হাজির নাজির থাকেন। (মিকয়াসে হানাফিয়্যত বই'র স্কীন শর্ট দেয়া হল) দেখুন[11]

مقیاس حنفیت ۲۸۲ دلائل حاضر و ناظر از احادیث

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالےٰ عنہ نے بچے کے فوت ہونے کی آپ کو اطلاع دی تو
آپ نے اَعْرَسْتُمُ اللَّیْلَۃَ فرمایا کہ کیا تم نے جماع کیا ہے آپ کے اس ارشاد سے ثابت
ہوا کہ حضور صلے اللہ علیہ وسلم زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی حاضر و ناظر ہوتے
ہیں یہ علیحدہ امر ہے کہ آپ مثل کراماً کاتبین ایسے واقعات سے اپنی نظر کو محفوظ فرمالیں۔

মুসলিম শরীফের হাদিসটি হচ্ছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَّبِيُّ فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ مَا فَعَلَ ابْنِي قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هُوَ أَسْكَنُ مِمَّا كَانَ . فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ وَارُوا الصَّبِيَّ . فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ " أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ " . قَالَ نَعَمْ قَالَ " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا

---

[11] মিকয়াসে হানাফিয়্যাত, পৃষ্ঠা ২৮১ - ২৮২

" . فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم . فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَبَعَثَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَمَعَهُ شَىْءٌ " . قَالُوا نَعَمْ تَمَرَاتٌ . فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ ثُمَّ حَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ .[12]

আনাস ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালহাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর এক পুত্র সন্তান রোগগ্রস্ত ছিল। (একদিন) আবূ তালহাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) (তার কর্মে) বের হলো এদিকে তার বাচ্চাটি মারা যায়। যখন আবূ তালহাহ (রাযিঃ) ফিরে আসলেন, তিনি (স্ত্রীকে) প্রশ্ন করলেন, আমার সন্তান কী করছে? (স্ত্রী) উম্মু সুলায়ম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, সে পূর্বের চেয়ে অধিকতর শান্ত। তারপর তিনি তাকে রাতের খাদ্য দিলেন, তিনি তা খেলেন, তারপর তার সাথে মিলিত হলেন। তারপর তিনি অবসর হলে উম্মু সুলায়ম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, শিশুটিকে দাফন করে এসো। যখন সকাল হলো আবূ তালহাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে তাকে (সব) ঘটনা অবহিত করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি গতরাতে মিলিত হয়েছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (দু'আ করে) বললেন, হে আল্লাহ তাদের দু'জনের জন্যে বারাকাত দিন।

তারপর তার স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করলেন। সে সময় আবূ তালহাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বললেন, তাকে (কোলে) তুলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে নিয়ে যাও। তাকে নিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলেন। উম্মু সুলায়ম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তার সঙ্গে কতক খেজুরও দিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (শিশুটিকে) কোলে নেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তার সাথে কিছু আছে কি? তারা বললো, হ্যাঁ, কয়েকটি খেজুর। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো বের করলেন ও চিবালেন। তারপর তা তার মুখ হতে

---

[12] صحيح مسلم ، كتاب الآداب ، بَاب اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ وَحَمْلِهِ إِلَى صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللَّهِ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَام ، حديث 2144

নিলেন এবং বাচ্চাটির মুখের মধ্যে দিলেন। এরপর তাকে তাহনীক করে তার জন্যে দু'আ করলেন এবং তার নাম রাখলেন ‘আবদুল্লাহ।[13]

স্বামী-স্ত্রী সহবাসের সময় নবীজী হাজির নাজির থাকেন এমন কোন কথা এই হাদীসে ইশারায় উল্লেখ নাই।

উল্লেখ্য, হাজির নাজির নামক বানোয়াট আকীদার জনক হলেন ফাজিলে বেরলভী মাওলানা আহমাদ রেজা খান সাহেব।

চার - পিতার ফতোয়ায় ফাজিলজী গোস্তাখে রাসূল

تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ [14]

“আপনি (হে মুহাম্মাদ) তাঁদেরকে চিনতে পারবেন তাদের লক্ষণ দ্বারা”

ইমাম তাবারী তার তাফসীরে বলেন

يعني بذلك جل ثناؤه: " تعرفهم " يا محمد=" بسيماهم

এই বাক্যের অনুবাদে ফাজিলে বেরলভী লেখেন



تلك الرسل ٣ ٩٦ البقرة ٢

أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ

الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ

النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ

“তু উনহে উন কি সূরত ছে পাহচান লে গা”। আল্লাহর রাসূলের শানে তিনি “তু” শব্দ ব্যবহার করেছেন যার অর্থ হল তুই। ফাজিলজীর পিতা মাওলানা নকী আলী খান বলেন, ওয়াজিবুত্তা’জীম (তাজিম করা ওয়াজিব) এমন

[13] সহিহ মুসলিম ২১৪৪

[14] সুরা বাকারা আয়াত ২৭৩

কাউকে “তু” বলা শরীয়তের দৃষ্টিতে গোস্তাখী এবং বেয়াদবী।[15] (মাওলানা নকী আলী খান সাহেবের কিতাবের স্ক্রিনশর্ট) দেখুন

۲۲۸

قاعدہ ۲۰

درباب تعظیم وتوہین عرف وعادت قوم ودیار پر بڑا اعتبار ہے، عرب میں
باپ اور بادشاہ سے ”کاف“ کے ساتھ (جس کا ترجمہ ”تو“ ہے) خطاب کرتے ہیں،
اور اس ملک میں یہ لفظ کسی معظّم بلکہ ہمسر سے بھی کہنا گستاخی اور بیہودگی سمجھتے ہیں۔
یہاں تک کہ اگر ہندی اپنے باپ یا بادشاہ خواہ کسی واجب التعظیم کو ”تو“ کہے گا، شرعاً
بھی گستاخ و بے ادب اور تعزیر وتنبیہ کا مستوجب ٹھہرے گا۔ اور جو فعل جس ملک،
اور جس قوم، اور جس عصر میں تعظیم کا قرار پائے گا، اُس کا تارک اگر اُسی قوم اور زمانہ
ودیار سے ہوگا، تارک تعظیم، اور اُس پر طعن وانکار، بلاشک تعظیم پر طعن وانکار
سمجھا جائے گا۔ ہم نے اس رسالہ کے قاعدہ ہشتم میں بدلائل باہرہ اور براہین واضحہ

গোস্তাখে রাসূলের শাস্তি কি হবে এই বিষয়ে ফাজিলে বেরলভী নিজে লিখেন, (স্কীনশর্ট দেয়া হল)

تک کہ اگر نشہ کی بے ہوشی … گستاخی بکا جب بھی معافی نہ دیں گے‘ اور تمام
علمائے اُمت کا اجماع ہے کہ نبی کریم ﷺ کی شانِ اقدس میں گستاخی کرنیوالا
کافر ہے‘ اور کافر بھی ایسا کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

﴿فتاویٰ بزازیہ علی ہامش فتاویٰ ہندیہ‘ الفصل الثانی‘ النوع الاول ج ۶ ص ۳۲۱‘ ۳۲۲ نورانی کتب خانہ پشاور﴾

“উম্মতের সমস্ত উলামায়ে কেরামের ইজমা হল কেউ যদি রাসূলের শানে গোস্তাখী করে সে কাফের। যে তার কুফুরীতে সন্দেহ করবে সেও কাফের।[16]

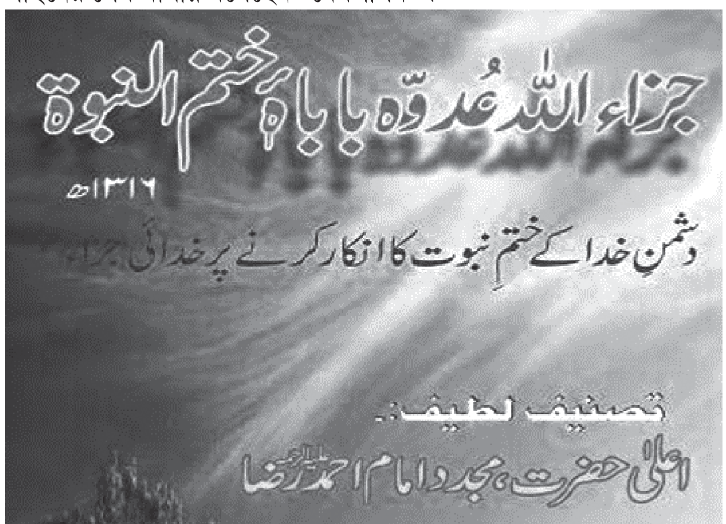
পাচ – “মেষপালক” নবীর শানে গোস্তাখী

ফাজিলে বেরলভী নবীর শানে “মেষপালক” শব্দ ব্যবহার করেছেন। তারাই বলছেন এই শব্দ ব্যবহার করা কুফুরী হয়েছে তবে ছোট কুফুরী অন্য যারা

[15] উসূলুর রাশাদ লি ক্বাময়ি মাবানিল ফাসাল, পৃষ্ঠা ২২৮

[16] গোস্তাখে রাসূল কি সাযা সর তন ছে জুদা, পৃষ্ঠা ১৭

কুফুরী করেছে তাদের তুলনায়! তারাই বলছেন গোস্তাখীর নিয়ত ছাড়াও যদি কোন সাহাবী নবীজীকে “রাঈনা” বলতেন কুফুরী হতো। হযরত লাইনের প্রথমেই নবীজীকে উম্মতের রাঈ বলে সম্বোধন করেছেন, আবার একই লাইনের শেষ মাথায় বলেছেন “মেষপালক”।



اللہ کا محبوب، اُمت کا راعی کس پیار کی نظر سے اپنی پالی ہوئی بکریوں کو دیکھتا اور محبت بھرے دل سے
انھیں حافظِ حقیقی کے سپرد کر رہا ہے، شانِ رحمت کو اُن کی جُدائی کا غم بھی ہے اور فوج فوج اُمنڈتے ہوئے
آنے کی خوشی بھی کہ محنت ٹھکانے لگی، جس خدمت کو ملک العرش نے بھیجا تھا باحسن الوجوہ انجام کو پہنچی۔

“আল্লাহ কা মাহবূব, উম্মত কা রাঈ, কিছ পিয়ার কি নজর ছে আপনি পালি হুয়ী বকরিয়ৌকা কো দেকতা, আওর মহব্বত ভরে দিল ছে উনহে হাফিজে হাকীকী কে সোপর্দ কর রাহা হায়”

অর্থাৎ, আল্লাহর মাহবুব, উম্মতের রাঈ, কত ভালোবাসার নজরে নিজের পালিত বকরীদেরকে দেখেন এবং মহব্বত ভরা অন্তরে তাদেরকে প্রকৃত হেফাজতকারির কাছে সোপর্দ করেন।

এই একই কথা আছে আলা হযরত নেটওয়ার্ক থেকে প্রকাশিত ফতোয়ায়ে রেজভিয়া ১৫ তম খন্ড, ৭০২ পৃষ্ঠায়

اللہ کا محبوب، اُمت کا راعی کس پیار کی نظر سے اپنی پالی ہوئی بکریوں کو دیکھتا اور محبت بھرے دل سے
انھیں حافظِ حقیقی کے سپرد کر رہا ہے، شانِ رحمت کو ان کی جدائی کا غم بھی ہے اور فوج فوج اُمنڈتے ہوئے

দাওয়াতে ইসলামী থেকে প্রকাশিত ফাজিলে বেরলভীর কিতাব "তামহীদে ঈমান" এর হাশিয়ায় ৯৭ পৃষ্ঠায় হাশিয়াকার লিখেন (স্ক্রিনশর্ট দেয়া হল)

تمھیدُ الایمان

مع حاشیہ

ایمان کی پہچان

از: امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن

حاشیہ و تقدیم: مجلس المدینۃ العلمیہ (شعبہ کتب اعلیٰ حضرت)

۲۸۷ یہ بات دوبارہ ارشاد فرمادیں تاکہ ہم بات کو پوری طرح سمجھ لیں۔ ۲۸۸ خفیہ ارادہ ۲۸۹ تکبر کرنے
والا۔ ۲۹۰ وہ بات جس کے کئی معنی بنتے ہوں کچھ واضح ہوں کچھ مخفی ۲۹۱ بُرائی۔ ۲۹۲ یعنی اُن منافقوں
کی گستاخیاں (حضور ﷺ کیلئے بہرا ہونے کی دعا کرنا یا تکبر والا کہنا یا بکریاں چرانے والا کہنا) اگرچہ کفر
ہے لیکن یہ الفاظ ان گستاخوں کے گستاخانہ کلمات سے بہت ہلکے ہیں جنھوں نے آقا ﷺ کو علم میں
شیطان سے بھی کم بتایا اور آپ ﷺ کو علم میں معاذ اللہ جانوروں کے برابر ٹھہرادیا۔ ۲۹۳ انتہائی بُرے

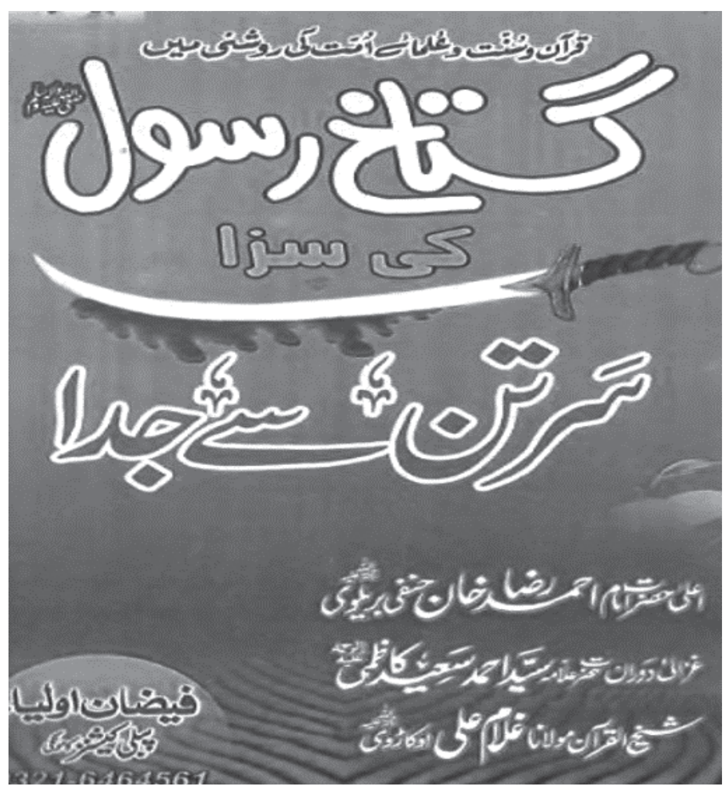
"বকরিয়া চরানে ওয়ালা কাহনা আগর চে কুফুর হায় লেকিন ইয়ে আলফাজ উন গোস্তাখৌ কে গোস্তাখানা কালিমাত ছে বহুত হালকে হে, জিনহৌনে আক্বা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কো ইল্ম মে শয়তান ছে ভি কম

বাতায়া আওর আপ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কো ইল্ম মে মাআজাল্লাহ জানোয়ারোঁ কে বরাবর ঠেহরা দিয়া”
অর্থাৎ, মেষপালক বলা যদিও কুফুরী কিন্তু এই শব্দগুলি ঐ গোস্তাখদের গোস্তাখীপূর্ণ শব্দগুলি থেকে অনেক হালকা, যারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা’র ইল্ম শয়তানের ইল্ম থেকে কম বলেছে এবং ইল্মের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা’কে জানোয়ারদের সমান সাব্যস্ত করেছে।
ফাজিলে বেরলভী সহ মোট তিন জন হযরতের লেখা কিতাব “গোস্তাখে রাসূল কি ছাযা, ছর তন ছে জুদা’র ৪১ পৃষ্ঠায় রয়েছে

۲۔ صریح توہین میں نیت کا اعتبار نہیں "رَاعِنَا" کہنے کی ممانعت کے بعد
اگر کوئی صحابی نیت توہین کے بغیر حضور ﷺ کو "رَاعِنَا" کہتا تو وہ وَاسْمَعُوْا وَلِلْکَا
فِرِیْنَ عَذَابٌ اَلِیْمٌ کی قرآنی وعید کا مستحق قرار پاتا' جو اس بات کی دلیل ہے کہ
نیت توہین کے بغیر بھی حضور ﷺ کی شان میں توہین کا کلمہ کہنا کفر ہے۔

“ছরীহ তৌহীন মে নিয়্যত কা ই’তেবার নেহী, “রাঈনা” কাহনে কি মুমানিওত কে বা’দ আগর কুই সাহাবী নিয়্যতে তৌহীন কে বেগয়র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কো “রাঈনা” কাহতা তো ও وَاسْمَعُوْا وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ أَلِيْمٌ কি কুরআনি ওয়াঈদ কা মুস্তাহিক ক্বারার পা তা, জো ইস বাত কি দলীল হায় কেহ নিয়্যতে তৌহীন কে বেগয়র ভী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি শান মে তৌহীন কা কালিমা কাহনা কুফুর হায়”

অর্থাৎ, স্পষ্ট গোস্তাখীতে নিয়তের কোন হিসাব নেই, “রাঈনা” বলা নিষিদ্ধ হওয়ার পর যদি কোন সাহাবী গোস্তাখীর নিয়ত ছাড়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা’কে “রাঈনা” বলতেন তাহলে তিনি وَاسْمَعُوْا وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ أَلِيْمٌ কুরাআনি শাস্তির হকদার হতেন। যা এই কথার দলিল যে, গোস্তাখীর নিয়ত ছাড়াও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা’র শানে গোস্তাখানা শব্দ বলা কুফুরী”।
ইহাকেই বলতা হায় "খাইলায়নি গো বতাইর মা তোমার দিলবরর খামাই"



"গোস্তাখে রাসূল কি ছাযা, ছর তন ছে জুদা' কিতাবের কভার পেইজ

একই পুস্তিকার ১৭ পৃষ্ঠায় ফাজিলজী নিজেই বলেন,

تک کہ اگر نشہ کی بے ہوشی گستاخی بکا جب بھی معافی نہ دیں گے' اور تمام
علمائے امت کا اجماع ہے کہ نبی کریم ﷺ کی شان اقدس میں گستاخی کرنیوالا
کافر ہے اور کافر بھی ایسا کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

[illegible] الفصل الثانی الفرع الاول ج ٦ ص ٣٣١، ٣٣٢ نورانی کتب خانہ پشاور

"উম্মতের সমস্ত উলামায়ে কেরামের ইজমা হল কেউ যদি রাসূলের শানে গোস্তাখী করে সে কাফের। যে তার কুফুরীতে সন্দেহ করবে সেও কাফের।[17]

শুরু হয়ে গেল ইবারতে তাহরীফ

দাওয়াতে ইসলামী থেকে প্রকাশিত ফতোয়ায়ে রেজভিয়ায় লাইনের প্রথমে "রাঈ" শব্দটিকে তাহরীফ করে "দাঈ" বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু উনাদের হয়তো খেয়াল নেই লাইনের শেষ মাথায় আছে "আপনি পালি হুয়ী বকরিয়ৌ কো" অর্থাত "নিজের পালিত বকরি"। দেখুন

محبوب کے روئے حق نما تک کس حسرت و یاس کے ساتھ جاتی اور ضعف نومیدی سے بلکان ہو کر بیخودانہ قدموں پر گر جاتی ہیں، فرطِ ادب سے لب بند مگر دل کے دھوئیں سے یہ صدا بلند

كنت السواد لناظري　　فعمى عليك الناظر
من شاء بعدك فليمت　　فعليك كنت احاذر [2]

(میں اپنے دیکھنے والوں کے لئے سیاہ تھا پس اندھا کیا گیا آپکو دیکھنے والے کو، پس جو چاہے آپ کے بعد مار دے، پس آپ پر ہی بھروسا تھا کہ مجھے بچالیں گے۔ت)

اللہ کا محبوب، امت کا داعی کس پیار کی نظر سے اپنی پالی ہوئی بکریوں کو دیکھتا اور محبت بھرے دل سے انہیں حافظ حقیقی کے سپرد کر رہا ہے، شان رحمت کو ان کی جدائی کا غم بھی ہے اور فوج فوج امنڈتے ہوئے آنے کی خوشی بھی کہ محنت ٹھکانے لگی، جس خدمت کو ملک العرش نے بھیجا تھا باحسن الوجوہ انجام کو پہنچی۔

نوح کی ساڑھے نو سو برس وہ سخت مشقت اور صرف پچاس شخصوں کو ہدایت، یہاں ہیں "تیئیس" ہی سال میں بحمد اللہ یہ روز افزوں کثرت، کنیز و غلام جوق جوق آرہے ہیں، جگہ بار بار تنگ ہو جاتی ہے دفعہ دفعہ ارشاد ہوتا ہے آنے والوں کو جگہ دو، آنے

ছয় – মাগফিরাতে মাং আপনে গোনাহোঁ কি

মাওলানা নকী আলী খান সাহেবের কিতাব "ফাদ্বাইলে দুয়া"র শরাহ করেছেন ফাজিলে বেরলভী মাওলানা আহমাদ রেজা খান সাহেব। এই কিতাবের ৮৬ পৃষ্ঠায় ফাজিলজী লেখেন

[17] গোস্তাখে রাসূল কি সাযা সর তন ছে জুদা, পৃষ্ঠা ১৭

قال الرضاء: یہ بھی ابوالشیخ نے روایت کی اور خود قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ﴾

''مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے۔'' (پ۲۶، محمد: ۱۹)

“মাগফিরাত মাং আপনে গোনাহৌ কি” অর্থাত “ক্ষমা চা নিজের সমস্ত গোনাহ’র”।

আল্লামা ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ’র খুতবার কিতাব খুতবায়ে ইয়াকুবিয়াতে একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে, যে রেওয়ায়েতে একটি শব্দ আছে “গুফিরা লিমুহাম্মাদিন” অর্থাত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা’কে ক্ষমা করা হয়েছে। সেখানে গুনাহ শব্দ উল্লেখ ছিলনা তারপরও কত ফতোয়াবাজি হল। অথচ খোদ সিরাজনগরী মুরব্বি এখন মুখ খুলছেন না ফাজিলজীর ব্যাপারে। ফাজিলজী এই অনুবাদটাই সম্মানের শব্দে করতে পারতেন।

আসুন মুরব্বির তিলিস্মাত দেখি। অধ্যক্ষ শেখ মুহাম্মাদ আব্দুল করীম সিরাজনগরী সাহেব তার বই “মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা”’য় খুতবায়ে ইয়াকুবিয়া সম্পর্কে লেখেন

(মাহবূবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা বই’র ১২০ থেকে ১২৩ পর্যন্ত ছবি দেয়া হল।)

মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা

পীরে তরিকত, রাহনুমায়ে শরীয়ত, উস্তাযুল উলামা, সুলতানুল মোনাজিরীন, শামসুল উলামা, মুহিউস্ সুন্নাহ্, বহুগ্রন্থ প্রণেতা হযরতুল আল্লামা

শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী (মা.জি.আ.)

প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ

সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নিয়া ফাজিল মাদরাসা

মোটকথা হল, ছরকারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিলা বা মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রকার ইলিম তা ইলমে জাহিরী হোক বা ইলমে বাতিনী হোক কেহ লাভ করতে পারে না। ইহাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা ।

সুতরাং তরীকায়ে মুহাম্মাদীয়ার প্রবর্তক সৈয়দ আহমদ বেরলভী কোন মাধ্যম ছাড়া তরিকার ফয়েজ ও বরকত আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি লাভ করেছেন, এ দাবি মিথ্যা, অবান্তর প্রমাণিত হল। আল্লাহ হেদায়েতের মালিক।

আল খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়া প্রথম সংস্করণ

ফুলতলী সাহেবের লিখিত 'আল খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়া' কিতাব ১৯৯৮ইং ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। (প্রকাশক মোহাম্মদ হুছামুদ্দিন চৌধুরী, পরওয়ানা পাবলিকেন্স, ১৭৩ ফকিরাপুল (চতুর্থ তলা) ঢাকা- ১০০০) উক্ত খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়া ১৭ পৃষ্ঠা মহররমের ২য় খুৎবায় আশুরার ফজিলত বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখা রয়েছে- وَفِيْهِ غَفَرَ لِـــــدَاوُدَ এইদিনে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে ক্ষমা করেছেন।

وَفِيْهِ غَفَرَ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْـــنَ

এইদিনে আমাদের শিরতাজ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সকলকে পরিপূর্ণরূপে ক্ষমা করেছেন।

وَفِيْهِ قَتْلَ سِبْطَ رَسُوْلِ اللهِ اَلْحَسَيْنِ وَفِيْهِ قَتْلَ اَلْحَسَـــيْنِ اِبْتِـــلَاءٌ عَظِيْمٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ.

এবং এইদিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.)কে নিহত করা হয়েছে এবং ইমাম হোসাইন (রা.) এর নিহত হওয়ার মাঝে মুসলমানদের জন্য এক বিরাট পরীক্ষা নিহিত আছে।

'আল খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়া' ১ম সংস্করণের ফটোকপি প্রদত্ত হল–

১২০

মুহররম মাসের দ্বিতীয় খুত্‌বা

وَمَنْ مَّعَهٗ ۝ وَفِيْهِ اَطْفَأَ اللّٰهُ نَارَ اِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ ۝ وَفِيْهِ كَلَّمَ اللّٰهُ

তাঁর সাথীদেরকে নাজাত দান করেছেন এই দিনে হযরত ইবরাহীম খলীলকে আগুন থেকে মুক্তি দান করেছেন, এই দিনে মূসা (আ.)-এর সাথে কথা বলেছেন,

مُوْسٰى ۝ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ التَّوْرٰةَ ۝ وَفِيْهِ شَفٰى اَيُّوْبَ ۝ وَفِيْهِ رَدَّ يُوْسُفَ عَلٰى

তাঁর উপর তৌরাত কিতাব নাযিল করেছেন, এই দিনে হযরত আইয়ুব (আ.)-কে রোগমুক্ত করেছেন। এই দিনে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ফিরিয়ে এনেছেন

يَعْقُوْبَ ۝ وَفِيْهِ اَخْرَجَ يُوْنُسَ مِنْ بَطْنِ الْحُوْتِ ۝ وَفِيْهِ فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِىْ

হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে। এই দিনে হযরত ইউনুস (আ.)-কে মাছের পেট হতে উদ্ধার করেছেন। এই দিনে বনী ইসরাঈলের জন্য সমুদ্রকে দু'ভাগ করে দিয়েছেন

اِسْرَائِيْلَ ۝ وَفِيْهِ غَفَرَ لِدَاوٗدَ ۝ وَفِيْهِ رَدَّ لِسُلَيْمَانَ مُلْكَهٗ وَفِيْهِ رَفَعَ عِيْسٰى

এই দিনে হযরত দাউদ (আ.)-কে ক্ষমা করেছেন। এই দিনে হযরত সুলাইমান (আ.)-কে সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই দিনে হযরত ঈসা (আ.)-কে আকাশে উত্থিত করেছেন

وَفِيْهِ نَزَلَ بِالرَّحْمَةِ جِبْرَائِيْلُ ۝ وَفِيْهِ قُتِلَ سِبْطُ رَسُوْلِ اللّٰهِ الْحُسَيْنُ ۝

এই দিনে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে রহমতসহ অবতীর্ণ করেছেন। এবং এই দিনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.)-কে হত্যা করা হয়েছে

وَبِهٖ نَالَ دَرَجَةَ الشَّهَادَةِ ۝ وَفِىْ شَهَادَةِ الْحُسَيْنِ اِبْتِلَاءٌ عَظِيْمٌ

এরই মাধ্যমে তিনি শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেছেন। ইমাম হুসাইন (রা.)-এর শহীদ হওয়ার মাঝে

لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝ فَاِنَّ حُبَّ اَهْلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

মুসলমানদের জন্য এক বিরাট পরীক্ষা নিহিত আছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবার-পরিজনদেরকে

عَلَامَةُ الْاِيْمَانِ فَاِنَّ الْمُنَافِقَ يَفْرَحُ وَالْمُؤْمِنَ يَحْزَنُ بِهٖ ۝ اِنَّ عَلَامَةَ

ভালবাসা ও মুহব্বত করা ঈমানের আলামত। তাই এই দিনে মুনাফিকরা আনন্দিত হয় এবং মুমিনগণ হন বিষাদিত। ঈমানের আলামত

الْاِيْمَانِ حُبُّ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ وَهُوَ اَوَّلُ

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবার-পরিজনের প্রতি মুহব্বত প্রকাশের মাঝে নিহিত আছে। এই দিনেই সর্বপ্রথম

আল খুতবাতুল ইয়াকুবিয়া ১৭

খুৎবায় উল্লেখিত বক্তব্যে সুন্নি আক্বিদা বিরোধী তিনটি আপত্তিকর উক্তি রয়েছে, যা সাধারণ মুসল্লিয়ানদের ঈমান আক্বিদা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে।

১. এতে বলা হয়েছে, 'এইদিনে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে ক্ষমা করেছেন'।

প্রশ্ন জাগে কী ক্ষমা করেছেন। গোনাহে কবিরা ক্ষমা করেছেন, না গোনাহে সগিরা ক্ষমা করেছেন। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম কি সত্যিকার কোন গোনাহ করেছিলেন? এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কী অভিমত?

১. খুৎবায় তাও উল্লেখ রয়েছে 'এইদিনে (আশুরার দিনে) আমাদের শিরতাজ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সকলকে পরিপূর্ণরূপে ক্ষমা করেছেন'

এতে প্রশ্ন জাগে আমরাতো গোনাহগার, আমাদের গোনাহ মাফ করানোর জন্য আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াতের প্রয়োজন রয়েছে, যেহেতু তিনি শাফিউল মুজনিবীন।

উপরোক্ত বক্তব্যে প্রমাণিত হচ্ছে, আমাদেরকে যেমনি মাফ করা হয়েছে, তেমনি আল্লাহর হাবিবকেও মাফ করা হয়েছে। ক্ষমার দিক দিয়ে নবী ও উম্মতের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা আমাদের নবী মা'সুম বা নিষ্পাপ, অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবিবকে গোনাহ সংঘটিত হওয়া থেকে পূর্ণ হেফাজতে রেখেছেন। ফলে আল্লাহর হাবিবের কোন গোনাহ সংঘটিত হয় নাই।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনে পাকে নিজেই এরশাদ করেছেন– لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ এ আয়াতে কারীমার তাফসিরে আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজী (রা.) তদীয় 'তাফসিরে কবীর' নামক কিতাবের ১৩ম খণ্ড ২৬ পারা ১৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

إِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَغْفِرُ لَكَ وَلِأَجْلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ أُمَّتِكَ

'উপরোক্ত আয়াতে কারীমার ভাবার্থ হল, নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা আপনার কারণে আপনার পূর্ববর্তী উম্মতের গোনাহ মাফ করে দিয়েছে।'

এতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন গোনাহ নেই বরং আল্লাহর হাবিবের উসিলায় আল্লাহপাক তাঁর উম্মতের গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু খুৎবার ভাষ্যে প্রতীয়মান হয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাফ করা হয়েছে এবং উম্মতগণকে ও মাফ করা হয়েছে।

এখানে নবী ও তাঁর উম্মতগণ সকলকে একাকার করে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

২. এ খুৎবায় আরো লিখা রয়েছে 'এইদিনে (আশুরার দিনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.)কে নিহত করা হয়েছে এবং ইমাম হোসাইন (রা.) এর নিহত হওয়ার মাঝে মুসলমানদের জন্য এক বিরাট পরীক্ষা নিহিত আছে।'

হযরত হোসাইন (রা.) হলেন 'সায়্যিদুশ শুহাদা' পরবর্তীকালে সমস্ত শহীদগণের সর্দার। তিনি ইসলামের সঠিক রূপরেখা এ জগতে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য দুষ্ট এজিদী বাহিনীর হাতে শাহাদাত বরণ করেছেন। তাঁর শাহাদত বরণকে 'নিহত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা, ইমাম হোসাইন (রা.) এর মর্যাদাকে খাটো করে দেখানো হয়েছে। যা নবী প্রেমিক সুন্নি মুসলমানদের অন্তরে আঘাত আনে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে 'আল খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়া' প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছিল ১৯৯৮ইং ফেব্রুয়ারি মাসে। সুতরাং প্রকাশিত হওয়ার পর আমাদের নিকট বিভিন্ন মহল থেকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন আসতে থাকে।

১৯৯৯ইং ১৫ নভেম্বর লিখিতভাবে আমার নিকট যে প্রশ্ন এসেছিল, সে প্রশ্নের দলিলভিত্তিক জবাব আমার লিখিত 'মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা' নামক এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করে প্রকাশ করা হয়েছে ২০০০ইং সনের জুন মাসে।

খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়ার ১ম সংস্করণের মহররমের ২য় খুৎবার আপত্তিকর বক্তব্যের কিছুটা বিয়োজন-সংযোজন ও পরিবর্তন করে দ্বিতীয়

আমরা আজ জানতে ইচ্ছুক মুরব্বির মুখে এখন কে তালা দিল? ফাজিলে বেরলভীর এই গোস্তাখানা অনুবাদের ব্যাপারে উনি কতবার বক্তব্য দিয়েছেন? কত হাজার লিফলেট বিতরণ করেছেন? কোন বই কি লিখেছেন? ফাজিলজীর বই তো ১০০ বছরের উপরে হয়ে গিয়েছে লেখা হয়েছে। মুখ খুলার সাহস হয় না কেন? নাকি ইশকে রাসূল এখানে বিকল?

কানযুল ঈমানে ফাজিলে বেরলভীর অনুবাদ দেখুন।

সূরা জিন, আয়াত ২৮

২৮. হে আমার প্রতিপালক। আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার মাতা-পিতাকে (৪৭) এবং তাকে, যে ঈমান সহকারে আমার ঘরে রয়েছে এবং সমস্ত মুসলমান পুরুষ ও সমস্ত মুসলমান নারীকে; এবং কাফিরদের জন্য বৃদ্ধি করোনা, কিন্তু ধ্বংস (৪৮)।' ★

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ
بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

সূরা সোয়াদ, আয়াত ৩৫

৩৫. আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমাকে এমন রাজ্য দান করো, যা আমার পর কারো জন্য উপযোগী না হয় (৫৬), নিশ্চয় তুমি বড়ই দাতা।'

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا
يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ
الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾

সূরা আরাফ, আয়াত ১৫১

১৫১. (হযরত মূসা) আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করো (২৮৬) এবং আমাদেরকে তোমার

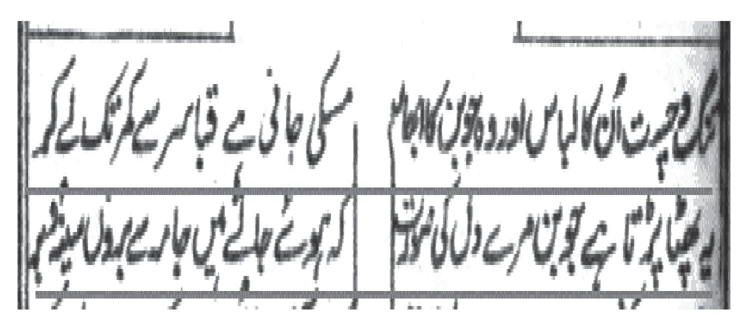
قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا

মুরব্বি! কথা বলুন। এই ৩ আয়াতেই তো "ক্ষমা করো" আছে। এখন?

আম্মা আয়েশা'র শানে ফাজিলজীর গোস্তাখী

এক - আম্মা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা'র শারীরিক সৌন্দর্য সম্বলিত অশ্লীল কবিতা

ফাজিলে বেরলভী হাদাইক বখশিশের ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭ এ আম্মা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার শানে একটি কবিতা লিখেন। ৩৭ পৃষ্ঠায় ২ লাইন হল



تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا ابھار — مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر

یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن مرے دل کی صورت — کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ سے برون سینہ و بر

ফাজিলজী আম্মা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার শারিরীক সৌন্দর্য এবং গায়ের কাপড়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেন "তং ও চুস্ত উনকা লিবাস" অর্থাত উনার পোশাক ছিল টাইটফিট। এরপর আম্মার কোমর ও উন্নত বুকের বর্ণনা দিয়ে যৌবনের মুখরোচক শব্দে আম্মাজানকে চিত্রায়িত করেন। নাউজুবিল্লাহ।

তাদের কেউ কেউ অস্বীকার করেন যে, হাদাইক বখশিশ ৩য় খন্ড আছে। যেমন সিরাজনগরী চাপাবাজ মুরব্বি সাহেব। উনি হয়তো মনে করেন উনার কাছে যে কিতাব নাই সে কিতাবের অস্তিত্বই নেই। এই শ্রেনীর বুজুর্গদের গালে একটি সজোরে চপেটাঘাত হচ্ছে "ফায়সালায়ে মুকাদ্দাসাহ" উর্দু কিতাব। যে কিতাবটি লেখাই হয়েছে এই বিষয়টি খুলাসা করার জন্য। লেখক তাদেরই একজন। বইর ছবি দেখুন



ফায়সালায়ে মুকাদ্দাসা কিতাবের কভার পেইজ

قصیدہ مبارکہ بترتیب صحیح

علاوہ در ذکر عروسانِ حجاز کہ در حدیث بخاری و ترمذی و مسلم مذکور شد

یاد وہ بزمِ رنگین عروسانِ حجاز — اور بیاں کر چھپائیں گی نہ حالِ [illegible]
تنگ و چست اُن کا لباس اور وہ جوبن کا ابھار — مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر
یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن مرے دل کی صورت — کہ ہوئے جاتے ہیں جامے سے بروں سینہ و بر
خوف ہے کشتی ابرو نہ ڈبو دے طوفانی — کہ چلا آتا ہے حسن ابلنے کی صورت [illegible]
مادرِ دہر کی شاداب نہ گشت امید — برق خرمن وہ طلاق اور نکاحِ دیگر!
رنگِ عشرت سے کسی گل پہ نکھرتا جوبن — خارِ حسرت سے کسی پھول کا پہلو مضطر
داغِ حرماں کا کوئی چاند کا ٹکڑا شاکی — مصلحت تھی کہ [illegible]

(ফায়সালায়ে মুকাদ্দাসা পেইজ ৯, ছবি উপরে)

হাদাইক বখশিশ ৩য় খন্ড হযরতজীর মৃত্যুর ২ বছর পর অর্থ্যাত ১৯২৩ সালে ছাপা করেন মাওলানা মাহবুব আলী খান। ১৯৫৫ সালে জনৈক দেওবন্দী আলেম কাজিম আলী সাহেব আপত্তি তোলার আগ পর্যন্ত ৩২ বছর বেরলভীদের কাছে এই বইটি ছিল, তাদের কাছে বিষয়টি আপত্তিকর বলে বিবেচিত হয়নি!!!

"ফায়সালায়ে মুকাদ্দাসা"র ফায়সালা হল এই দুই লাইনের লেখক স্বয়ং ফাজিলে বেরলভী তবে ভুলবশতঃ স্থানান্তর হয়ে গিয়েছে। এই দুই লাইন বুখারী ও মুসলিমে হাদিসে উম্মে জার' সম্পর্কিত। আম্মা আয়েশার মানকাবাতে এই দুই লাইন ভুলে ছাপা হয়ে গিয়েছে। স্পষ্ট মিথ্যাচার। কারণ হাদিসে উম্মে জার' এ ১১জন মহিলার কেউ কেউ তাদের স্বামীদের বর্ণনা দিয়েছেন, তাদের নিজেদের শারিরীক বর্ণনা কেউ দেননি। আসুন দেখি প্রথমে হাদিসটি

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا. قَالَتِ الأُولَى زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ، غَثٌّ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ، لاَ سَهْلٍ فَيُرْتَقَى، وَلاَ سَمِينٍ فَيُنْتَقَلُ. قَالَتِ الثَّانِيَةُ زَوْجِي لاَ أَبُثُّ خَبَرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ. قَالَتِ الثَّالِثَةُ زَوْجِي الْعَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ. قَالَتِ الرَّابِعَةُ زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لاَ حَرٌّ، وَلاَ قُرٌّ، وَلاَ مَخَافَةَ، وَلاَ سَآمَةَ. قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلاَ يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ، قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلاًّ لَكِ. قَالَتِ الثَّامِنَةُ زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ. قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ. قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ، مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ قَلِيلاَتُ الْمَسَارِحِ، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ. قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ فَمَا أَبُو زَرْعٍ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ، وَمَلأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ، وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلاَ أُقَبَّحُ وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ،

وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ، أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ، ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ، بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ طَوْعُ أَبِيهَا، وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا، وَغَيْظُ جَارَتِهَا، جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ لاَ تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَلاَ تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَلاَ تَمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا، قَالَتْ خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا، رَكِبَ شَرِيًّا وَأَخَذَ خَطِّيًّا وَأَرَاحَ عَلَىَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا وَقَالَ كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ. قَالَتْ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ ". [18]

'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ১১ জন মহিলা এক স্থানে একত্রিত বসল এবং সকলে মিলে এ কথার ওপর একমত হল যে, তারা নিজেদের স্বামীর ব্যাপারে কোন কিছুই গোপন রাখবে না।

প্রথম মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে অত্যন্ত হাল্কা-পাতলা দুর্বল উটের গোশতের মত যেন কোন পর্বতের চুড়ায় রাখা হয়েছে এবং সেখানে উঠা সহজ কাজ নয় এবং গোশতের মধ্যে এত চর্বিও নেই, যে কারণে সেখানে উঠার জন্য কেউ কষ্ট স্বীকার করবে।

দ্বিতীয় জন বলল, আমি আমার স্বামী সম্পর্কে কিছু বলব না, কারণ আমি ভয় করছি যে, তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেষ করা যাবে না। কেননা, যদি আমি তার সম্পর্কে বলতে যাই, তা হলে আমাকে তার সকল দুর্বলতা এবং মন্দ দিকগুলো সম্পর্কেও বলতে হবে।

তৃতীয় মহিলা বলল, আমার স্বামী একজন দীর্ঘদেহী ব্যক্তি। আমি যদি তার বর্ণনা দেই (আর সে যদি তা শোনে) তাহলে সে আমাকে তালাক দিবে। আর যদি আমি কিছু না বলি, তাহলে সে আমাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখবে। অর্থাৎ তালাকও দেবে না, স্ত্রীর মত ব্যবহারও করবে না।

---

[18] صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ ، حديث 5189

চতুর্থ মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে তিহামার রাতের মত মাঝামাঝি- অতি গরমও না, অতি ঠান্ডাও না, আর আমি তাকে ভয়ও করি না, আবার তার প্রতি অসন্তুষ্টও নই।

পঞ্চম মহিলা বলল, যখন আমার স্বামী ঘরে ঢুকে তখন চিতা বাঘের মত থাকে। যখন বাইরে যায় তখন সিংহের মত তার স্বভাব থাকে এবং ঘরের কোন কাজের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলে না।

৬ষ্ঠ মহিলা বলল, আমার স্বামী যখন খেতে বসে, তখন সব খেয়ে ফেলে। যখন পান করে, তখন সব শেষ করে। যখন নিদ্রা যায়, তখন একাই চাদর বা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। এমনকি হাত বের করেও আমার খবর নেয় না।

সপ্তম মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে পথভ্রষ্ট অথবা দুর্বল মানসিকতা সম্পন্ন এবং চরম বোকা, সব রকমের দোষ তার আছে। সে তোমার মাথায় বা শরীরে অথবা উভয় স্থানে আঘাত করতে পারে।

অষ্টম মহিলা বলল, আমার স্বামীর স্পর্শ হচ্ছে খরগোশের মত এবং তার দেহের সুগন্ধ হচ্ছে যারনাব (এক প্রকার বনফুল)-এর মত।

নবম মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে অতি উচ্চ অট্টালিকার মত এবং তার তরবারি ঝুলিয়ে রাখার জন্য সে চামড়ার লম্বা ফালি পরিধান করে (অর্থাৎ সে দানশীল ও সাহসী)। তার ছাইভস্ম প্রচুর পরিমাণের (অর্থাৎ প্রচুর মেহমান আছে এবং মেহমানদারীও হয়) এবং মানুষের জন্য তার গৃহ অবারিত। এলাকার জনগণ তার সঙ্গে সহজেই পরামর্শ করতে পারে।

দশম মহিলা বলল, আমার স্বামীর নাম হল মালিক। মালিকের কী প্রশংসা আমি করব। যা প্রশংসা করব সে তার চেয়ে উর্ধ্বে। তার অনেক মঙ্গলময় উট আছে, তার অধিকাংশ উটকেই ঘরে রাখা হয় (অর্থাৎ মেহমানদের যবাই করে খাওয়ানোর জন্য) এবং অল্প সংখ্যক মাঠে চরার জন্য রাখা হয়। বাঁশির শব্দ শুনলেই উটগুলো বুঝতে পারে যে, তাদেরকে মেহমানদের জন্য যবাই করা হবে।

একাদশতম মহিলা বলল, আমার স্বামী আবূ যার'আ। তার কথা আমি কী বলব। সে আমাকে এত অধিক গহনা দিয়েছে যে, আমার কান ভারী হয়ে গেছে, আমার বাজুতে মেদ জমেছে এবং আমি এত সন্তুষ্ট হয়েছি যে, আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি। সে আমাকে এনেছে অত্যন্ত গরীব পরিবার থেকে,

যে পরিবার ছিল মাত্র কয়েকটি বকরীর মালিক। সে আমাকে অত্যন্ত ধনী পরিবারে নিয়ে আসে, যেখানে ঘোড়ার হরেষাধ্বনি এবং উটের হাওদার আওয়াজ এবং শস্য মাড়াইয়ের খসখসানি শব্দ শোনা যায়। সে আমাকে ধন-সম্পদের মধ্যে রেখেছে। আমি যা কিছু বলতাম, সে বিদ্রূপ করত না এবং আমি নিদ্রা যেতাম এবং সকালে দেরী করে উঠতাম এবং যখন আমি পান করতাম, অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে পান করতাম। আর আবূ যার'আর আম্মার কথা কী বলব! তার পাত্র ছিল সর্বদা পরিপূর্ণ এবং তার ঘর ছিল প্রশস্ত। আবূ জার'আর পুত্রের কথা কী বলব! সেও খুব ভাল ছিল। তার শয্যা এত সংকীর্ণ ছিল যে, মনে হত যেন কোষবদ্ধ তরবারি অর্থাৎ সে অত্যন্ত হালকা-পাতলা দেহের অধিকারী। তার খাদ্য হচ্ছে ছাগলের একখানা পা।
আর আবূ যার'আর কন্যা সম্পর্কে বলতে হয় যে, সে কতই না ভাল। সে বাপ-মায়ের সম্পূর্ণ বাধ্য সন্তান। সে অত্যন্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী, যে কারণে সতীনরা তাকে হিংসা করে। আবূ যার'আর ক্রীতদাসীরও অনেক গুণ। সে আমাদের গোপন কথা কখনো প্রকাশ করত না, সে আমাদের সম্পদকে কমাত না এবং আমাদের বাসস্থানকে আবর্জনা দিয়ে ভরে রাখত না। সে মহিলা আরও বলল, একদিন দুধ দোহন করার সময় আবূ যার'আ বাইরে বেরিয়ে এমন একজন মহিলাকে দেখতে পেল, যার দু'টি পুত্র-সন্তান রয়েছে। ওরা মায়ের স্তন্য নিয়ে চিতা বাঘের মত খেলছিল (দুধ পান করছিল)। সে ঐ মহিলাকে দেখে আকৃষ্ট হল এবং আমাকে তালাক দিয়ে তাকে বিয়ে করল। এরপর আমি এক সম্মানিত ব্যক্তিকে বিয়ে করলাম। সে দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ত এবং হাতে বর্শা রাখত। সে আমাকে অনেক সম্পদ দিয়েছে এবং প্রত্যেক প্রকারের গৃহপালিত জন্তু থেকে এক এক জোড়া আমাকে দিয়েছে এবং বলেছে, হে উম্মু যার'আ! তুমি এ সম্পদ থেকে খাও, পরিধান কর এবং উপহার দাও। মহিলা আরও বলল, সে আমাকে যা কিছু দিয়েছে, তা আবূ যার'আর একটি ক্ষুদ্র পাত্রও পূর্ণ করতে পারবে না (অর্থাৎ আবূ যার'আর সম্পদের তুলনায় তা খুবই সামান্য ছিল)। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, ''আবূ যার'আ তার স্ত্রী উম্মু যার'আর জন্য যেমন আমিও তোমার প্রতি তেমন (তবে আমি কক্ষনো তোমাকে তালাক দিব না)।[19]

[19] সহিহ বুখারী ৫১৮৯, সহিহ মুসলিম ২৪৪৮

কবিতার দুই লাইনের কোন অস্তিত্ব নাই এই হাদিসে। তাছাড়া “ফায়সালায়ে মুকাদ্দাসা”’র দাবী ঐ দুই লাইন আম্মা আয়েশার শারিরীক সৌন্দর্যের বিষয়ে নয় বরং ঐ **১১**জন মহিলার বিষয়ে। আচ্ছা মহিলাদের শারীরিক সৌন্দর্য বিবৃত করে অশ্লীল কবিতা লেখে কোন শ্রেণীর মানুষ? ফাজিলজী কি ঐ শ্রেণীর কেউ?

“ফায়সালায়ে মুকাদ্দাসা’র ফায়সালা কোনভাবেই প্রমাণিত হয়নি। আর হলেও অশ্লীল কবিতা লেখা অসুস্থ মানসিকতার পরিচয়। গোস্তাখী আম্মার শানেই করা হয়েছে আর আম্মা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার শানে গোস্তাখী রাসূলের শানে গোস্তাখী।

দুই – আম্মা আয়েশা যখন ফাঁসির আসামী

রাগ মিশ্রিত স্বভাব।' ভাল এটিও বাদ। তিনি আল্লাহর তায়ালার দরবারে আরজ করেন, 'إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ' 'এ সবগুলো আপনার ফিৎনা।' উম্মুল মু'মিনীন সিদ্দিকা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যে, সব বাক্য উচ্চারণ করেছেন অন্য কেউ বললে গর্দন কেটে ফেলা হতো। অন্ধরা কেবল মাত্র দাসত্বের অবস্থা দেখেছে প্রেমিকের অবস্থা দেখা থেকে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে গেছে।

“উম্মুল মুমিনীন সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যে সব বাক্য উচ্চারণ করেছেন অন্য কেউ বললে গর্দন কেটে ফেলা হতো” [20]
উর্দু মালফুজাত দেখুন

خیران کو بھی جانے دیجئے وہ جو رب (عزوجل) سے عرض کی ہے:

إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ (پ۹، الاعراف:۱۵۵) یہ سب تیرے ہی فتنے ہیں۔

یہاں کیا کہیے گا۔ اُمُّ الْمُؤْمِنِیْن صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو الفاظ شانِ جلال میں ارشاد کر گئی ہیں دوسرا کہے تو گردن ماری جائے۔

বাক্যগুলী কি? গর্দান কেটে ফেলার মত শাস্তি যে সব বাক্য উচ্চারণ করলে সেগুলী কি যা আমাদের আম্মাজান উচ্চারণ করেছেন?

---

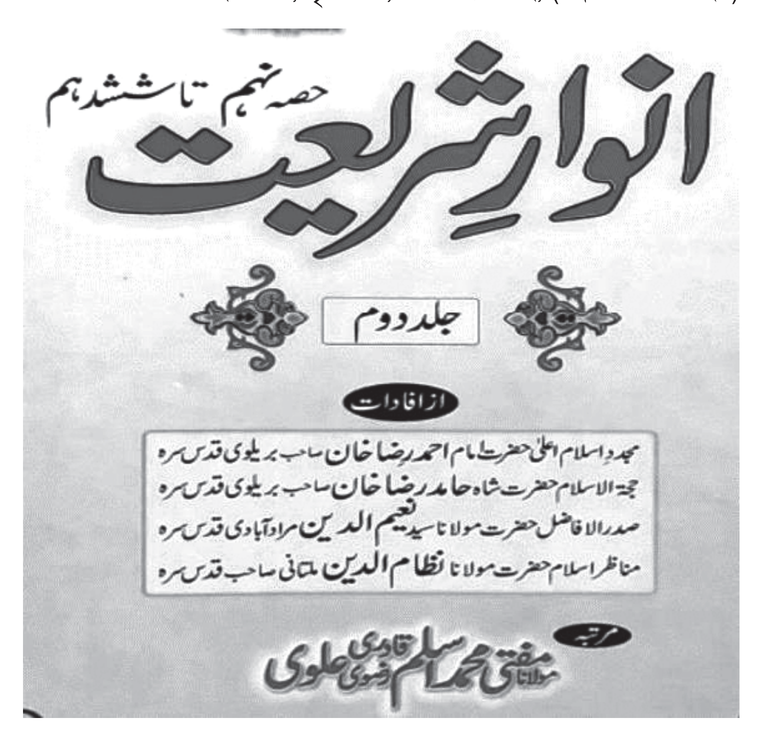
[20] মালফুযাতে-ই আ'লা হযরত পৃষ্ঠা ২২৫

ভারত ও বাংলাদেশের দুই “ইন্নামা” হযরত সমাচার ৪২ ও ৪৩ এর জবাব দেয়ার নামে তাদের মূর্খতা প্রকাশ করেছেন। আমার ভিডিও আর তাদের ভিডিও একসাথে দেখলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

দুই “ইন্নামা” হযরত “শানে জালাল” নিয়ে আবুল তাবুল বলে মানুষকে ধোকা দিতে ব্যর্থ চেষ্ঠা করেছেন। মালফুজাতে আলা হযরত বাংলায় অনুবাদ করেছেন তাদেরই জনৈক হযরত। তারা হয়তো ভেবেছিলেন বাংলা মালফুজাতে আলা হযরত কে আর খুঁজে বের করবে। এই প্রতারণা তারা জেনেশুনেই করেছেন কারণ আমি আমার ভিডিওতে বাংলা মালফুজাতও দেখিয়েছিলাম। ইন্ডিয়া থেকে হযরত আমদানী করেও রক্ষা হল না।

ঈসা রুহুল্লাহ’র শানে গোস্তাখী

আনোয়ারে শরীয়ত ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৫, প্রশ্ন নাম্বার ১২, (স্ক্রিনশট দেয়া হল)



سوال نمبر ۱۲ : مسیح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کے لئے دوبارہ اتریں گے حضرت محمد ﷺ نہیں آئیں گے پس افضل کون ہے؟

جواب : دوبارہ وہی بھیجا جاتا ہے جو پہلی دفعہ ناکامیاب رہے امتحان میں دوبارہ وہی لوگ بلائے جاتے ہیں جو فیل ہوں حضرت مسیح علیہ السلام پہلی آمد میں ناکامیاب رہے اور یہود کے ڈر کے مارے کام تبلیغ رسالت سرانجام نہ دے سکے اس لئے ان کا دوبارہ آنا تلافی مافات ہے مگر چونکہ حضرت محمد ﷺ اپنی پہلی آمد میں ہی ایسے کامیاب ہوئے کہ شہنشاہ عرب ہوئے اور توحید الٰہی چاردانگ عالم میں پھیلا کر نہایت کامیابی سے دنیا سے بظاہر پردہ فرمایا اس لئے ان کا دوبارہ آنا ضروری نہیں دوبارہ وہ آئے جس نے اپنا کام پورا نہیں کیا پس سوچو کہ افضل کون ہے۔

প্রশ্নঃ মাসীহ আলাইহিস সালাম মানুষের হেদায়াতের জন্য দ্বিতীয়বার আসবেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসবেন না। কে উত্তম?
জবাবঃ দ্বিতীয়বার তাকেই পাঠানো হয় যে প্রথমবার কামিয়াব হতে পারেনি, পরীক্ষায় ২য় বার তাদেরকেই ডাকা হয় যারা ফেইল করেছে। হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম প্রথম আগমনে কামিয়াব হতে পারেননি, এবং ইয়াহুদীদের ভয়ে তাবলীগে রিসালতের দায়িত্ব পূর্ণ করতে পারেননি তাই তাঁর দ্বিতীয়বার আগমন অতীতকে কভার করার জন্য ....।

সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র শানে কটূক্তি

ফাজিলে বেরলভী মাওলানা আহমাদ রেযা খানা সাহেব সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র শানে জঘন্য কটূক্তি করেন তার কিতাব ফতোয়া রেজভিয়া ১৫ তম খন্ডে "আল-কাউকাবাতুশ শিহাবিয়্যাহ ফী কুফরিয়্যাতি আবিল ওয়াহাবিয়্যাহ" নামক রিসালায় ইসমাইল দেহলভীর কুফরিয়াত আলোচনায় ২৪ নাম্বার কুফুরির আলোচনার অধীনে এক জায়গায় তিনি বলেন

برا کرے اور اسے ان کے ساتھ ایک زنجیر میں باندھے، آمین! غالباً اصل مقصود اپنے پیر رائے بریلی سید احمد
کو کہ نواب امیر خاں کے یہاں سواروں میں نوکر اور بچارے نرے جاہل سادہ لوح تھے نبی بنایا تھا اس کی

(স্ক্রিনশটঃ ফতোয়ায়ে রেজভিয়া, খন্ড ১৫, পৃষ্ঠা ১৯৪, আলা হযরত নেটোয়ার্ক। ১৫ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৫ দাওয়াতে ইসলামী)

জনৈক বেরলভী মুফতি আবুল কাসেম তাহেরী তার ফেইসবুক স্ট্যাটাসে এই বিষয় উল্লেখ করে লিখেন

Mufti Abul Kasem Tahery
October 19 ·
Follow

ওহাবীদের গুরু সাইয়েদ আহমদ রাই বেরলভি সম্পর্কে আ'লা হযরতের মতামত কিতাবের স্ক্রিনসর্ট সহ দেখুন! __________________

আলা হযরত আহমদ রেজাখাঁন আলাইহির রহমত তদীয় 'ফাতাওয়ায়ে রেজভীয়া' নামক কিতাবের ১৫ তম খণ্ডে ১৯৫ পৃষ্ঠায় সৈয়দ আহমদ বেরলভীর পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন-

غالبا اصل مقصود اپنے پیر رائے بریلے سید احمد کو کہ
نواب امیر خان کے یہاں سواروں میں نوکر اور بیچارے
نرے جاہل سادہ لوح تھے نبی بنانا تھا الخ۔

ভাবার্থ: আর বাস্তবতা হলো- তাদের মূল উদ্দেশ্য তাদের পীর রায় বেরেলীর সৈয়দ আহমদকে যিনি নবাব আমীর খাঁনের অশ্বারোহী কর্মচারী ছিল এবং বেচারা শুধুমাত্র মূর্খ ও সাধাসিধে লোক ছিল। তাকে (সাইয়দ আহমদকে) নবী বানানোর অপচেষ্টা করা হয়েছিল।

মুফতী তাহেরী অনুবাদে লিখেছেন ‘‘নবী বানানোর অপচেষ্টা করা হয়েছিল’’। ফতোয়ায়ে রেজভিয়াতে লেখা আছে ‘‘ নবী বানায়া থা’’ অর্থাৎ তারা তাকে (সাইয়িদ আহমাদ রায় বেরেলীকে) নবী বানিয়েছিল। লা’নাতুল্লাহি আলাল কাজিবীন। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত। কারো প্রফেশন নিয়ে উপহাস করা অসভ্যদের অভ্যাস। একজন খান্দানী সাইয়িদকে ‘‘মূর্খ’’ বলে গালি দেয়া হল। আমরা তাদের কাউকে দলীল প্রমাণে মূর্খ বলতে পারি কিন্তু বলি না। কারণ এই শিক্ষা আমরা পাইনি।

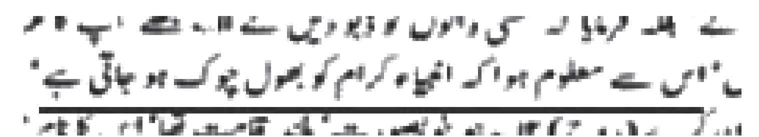
ফাজিলজী বলেন নবী বানিয়ে ছিল, বেরলভীরা বলে সাইয়িদ আহমাদ ওহাবীদের গুরু ছিলেন। তারাই তাদের ফাজিলজীকে মানে না।

সাইয়িদ আহমাদ শহীদকে রাহিমাহুল্লাহকে নবী বানানো হয়েছিল কি না বালাকোটি সিলসিলাহ’র কোটি কোটি সুন্নী মুসলমানরা জবাব দিবেন।

রাসূলের শানে মুফতি ইয়ারখান নঈমীর গোস্তাখী

এক: নবীগণের ভুলত্রুটি হয়ে যায়:

বেরলভীদের কাছে মুফতি আহমাদ ইয়ারখান নঈমী সাহেব দ্বিতীয় আলা হযরত হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। তিনি তার তাফসীর তাফসীরে নূরুল ইরফানে সূরা কাহাফের ৭১ নাম্বার আয়াতের তাফসীরে লিখেন (স্কীনশর্ট দেখুন)


اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کو بھول چوک ہو جاتی ہے

"উছ ছে মা'লুম হুয়া কে কেহ আম্বিয়ায়ে কেরাম কো ভুল চুক হো জাতি হায়"[21]

বাংলা অনুবাদ করেছেন মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেব। স্ক্রিনশট দেখুন

এ থেকে বুঝা গেলো যে, সম্মানিত নবীগণের সামান্য ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়। এ কথাও বুঝা যায় যে, পীরের উচিত যেন লোকজনকে তাড়াহুড়া করে মুরীদ বানানোর প্রতি বেশি আগ্রহী না হন; বরং সত্যিকার মুরীদের পরীক্ষা নেওয়া চাই। (রূহ)

[21] তাফসীরে নুরুল ইরফান, উর্দু, পৃষ্ঠা ৪৮০

"এ থেকে বুঝা গেলো যে, সম্মানিত নবীগণের সামান্য ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়" [22]

কেউ কেউ বলতে পারেন যে, এখানে সব শেষে "(রুহ)" লেখা আছে। তারমানে কথাগুলো তিনি কৌট করেছেন।

জানার বিষয় হচ্ছে

১। এই ধরনের বক্তব্যে আপনারা ইতিপূর্বে কি ফতোয়া দিতেন?

২। সূরা নাসর এর তাফসীরে মাওলানা মাওদূদী সাহেবের তাফসীর সম্পর্কে ইতিপূর্বে আপনারা কি কি ফতোয়া দিয়েছিলেন?

৩। এখানে যে অনুবাদ করা হয়েছে সেই অনুবাদের সাথে নঈমী সাহেবের আকীদার বেমিল এমন কোন কথা এখানে তিনি বলেননি। তার মানে এটাই তার আকীদা?

৪। সিরাজনগরী মুরব্বি এখন মুখ খুলছেন না কেন?

৫। খুতবায়ে ইয়াকুবিয়ায় তো গুনাহ কিংবা ভুলত্রুটির কোন উল্লেখই ছিলনা। ছিল মাগফিরাতের কথা। যে সব বুজুর্গান খুতবায়ে ইয়াকুবিয়া নিয়ে নানান ফতোয়া দিলেন তারা সবাই কি মৃত্যু বরণ করেছেন ইতিমধ্যেই?

৬। রুহ বলতে কোন রুহ? রুহুল বয়ান নাকি রুহুল মাআনী?

৭। আরবী ইবারতটা কি?

৮। এটাই কি এখন আকীদা ধরে নিতে হবে?

৯। মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেবকে যারা এ যুগের আবুল আলা মওদুদী বলেছিলেন, ইয়ার খান ছাহেবের বেলায় উনাদের মুখে কে তালা দিল? নাকি তারা প্রমাণ করছেন যে, তারা জন্মসুত্রে কাপুরুষ এবং নবী রাসূলের ঊর্ধে তারা তাদের হজরতদেরকে মর্যাদা দেন?

দুইঃ পশু শিকারীর সাথে নবীজীর তুলনা (নাউজুবিল্লাহ)

জাআল হক, ১ম খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠায়, (মুহাম্মদী কুতুবখানা চট্রগ্রাম থেকে ছাপা) "বাশারুম মিছলুকুম" এর আলোচনায় মুফতী ইয়ারখান নঈমী ছাহেব লিখেন, (স্ক্রিনশট দেখুন)

---

[22] তাফসীরে নূরুল ইরফান, বাংলা, পৃষ্ঠা ৭৯৮

শিকারকারী পশু-পাখীর মত আওয়াজ বের করে শিকার করে। অনুরূপ হুযুর কর্তৃক এরূপ উক্তি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাফিরদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা।

"শিকারকারী পশ-পাখির মত আওয়াজ বের করে শিকার করে। অনুরুপ হুযুর কর্তৃক এরুপ উক্তি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাফিরদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা"।

১। এখানে স্পষ্ট ভাবে নবীজীকে পশু-পাখি শিকারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন

ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا۟ لَكَ ٱلْأَمْثَـٰلَ فَضَلُّوا۟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا[23]

৯. হে মাহবুব! দেখুন, কেমন সব উপমা আপনার জন্য রচনা করছে, অতঃপর তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, এখন তারা কোন পথ পাচ্ছেনা।

(বাংলা অনুবাদ, কানযুল ঈমান, সূরা ফুরক্বান, আয়াত ৯)

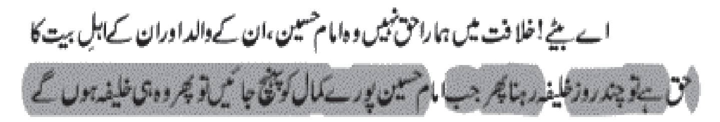
তারমানে হল যারা রাসূলের ঐসব উপমা দেয় তারা পথভ্রষ্ট।

২। নবীজীর বাশারিয়্যত অস্বীকার করা হয়েছে। কারণ শিকারী পশু-পাখির মত আওয়াজ বের করে শিকার করে, শিকারী কিন্তু পশু-পাখি নয়। অনুরুপভাবে ইয়ারখান সাহেবের কাছে রাসূল মানুষের মত করে আওয়াজ করেন মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য, তিনি মূলত মানুষ বা বাশার নন। নবীজীর বাশারিয়্যত অস্বীকার করা কি কুফুরী নয়?

[23] سورة الفرقان ، أية 9

তিনঃ ইয়াযীদ বন্দনা ও ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শানে গোস্তাখী

মুফতী ইয়ারখান সাহেবের মতে ইয়াযীদের সামনে ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অযোগ্য। দেখুন তার কিতাব "হযরত আমির মুয়াবিয়া"


اے بیٹے! خلافت میں ہمارا حق نہیں وہ امام حسین، ان کے والد اور ان کے اہل بیت کا حق ہے تو چند روز خلیفہ رہنا پھر جب امام حسین پورے کمال کو پہنچ جائیں تو پھر وہ ہی خلیفہ ہوں گے

" (মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইয়াযীদকে বলেন) আয় বেটে! খেলাফত মে হামারা হক্ব নেহী। ও ইমাম হুসাইন, উনকে ওয়ালিদ আওর উনকে আহলে বায়ত কা হক্ব হায়। তু চন্দ রোজ খলীফা রাহনা, পির জব ইমাম হুসাইন পূরে কামাল কো পৌঁচ যায়ে তো পির ও খলীফা হো গে"।[24]
অর্থাৎ, বেটা! খেলাফতে আমাদের হক্ব নাই। সেটা ইমাম হুসাইন, তাঁর পিতা এবং তাঁর আহলে বায়তের হক্ব। তুমি কয়েক দিন খলীফা থাকবে, অতঃপর যখন ইমাম হুসাইন পূর্ণরূপে যোগ্য হয়ে যাবেন তখন তিনি খলীফা হবেন"।

আমাদের জানামতে এই কথা না আমির মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, না বলেছে ইয়াযীদ। এমনকি ইয়াযীদের কোন বৈধ সন্তানও এমন কোন কথা বলেননি। ইয়াযীদের অবৈধ কোন সন্তান থাকলে বললে বলতে পারে।

জান্নাতের যুবরাজ, রাসূলের নাতি, সাইয়িদা ফাতিমা ও মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র কলিজার ধন ইমাম হুসাইন কেন অযোগ্য হবেন ইয়াযীদের সামনে?
বয়সের দিক থেকে ইমাম হুসাইন ইয়াযীদ থেকে ২২ বছর বড়। ইমামের জন্ম ৪ হিজরিতে আর ইয়াযীদের জন্ম ২৬ হিজরিতে। খান্দান, বয়স, ইল্ম,

---

[24] হযরত আমির মুয়াবিয়া, উর্দু, পৃষ্ঠা ৬৭

আমানতদারী, সৎসাহস, বীরত্ব, উম্মতের জন্য মহব্বত ভালোবাসা, দ্বীনের জন্য আত্মত্যাগ কোন দিকে ইমাম অযোগ্য হলেন ইয়াযীদের সামনে?
আমির মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ওফাত (৬০ হিজরি) এর সময় ইমামের বয়স ৫৬ বছর। এখনো কামিল হতে পারেননি?
ইয়াযীদের দালালী এবং ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শানে এহেন গোস্তাখীর পিছনে কারণটা কি?

মুফতি ইয়ারখান সাহেবের বই "আমির মুয়াবিয়া" অনুবাদ করেন মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেব। প্রকাশ করে আঞ্জুমান এ রাহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া ট্রাষ্ট। কিন্তু লেখক হিসাবে নাম ছাপা হয় মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেবের। প্রকাশকাল ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬। এই বইর ৩৭ ও ৩৮ পৃষ্টায় ঐ কথাগুলি আছে। দেখুন (স্কীনশর্ট)

হে আমার বৎস! খিলাফতের ক্ষেত্রে আমাদের অধিকার নেই। সেটা ইমাম হোসাঈন, তাঁর পিতা ও তাঁর বংশের অধিকার। তুমি কিছুদিনের জন্য খলীফা থাকবে। তারপর ইমাম হোসাঈন যখন পূর্ণ উপযোগী হয়ে যাবে, তখন তিনিই খলীফা হবেন অথবা তিনি যাঁকে খলীফা করবেন তাঁর কাছে যেন তখন খিলাফত পৌঁছে যায়। আমরা সবাই ইমাম হোসাঈন ও তাঁর নানাজানের গোলাম। তাঁকে

অসন্তুষ্ট করোনা। তাঁকে অসন্তুষ্ট করলে তোমার উপর আল্লাহর রসূল অসন্তুষ্ট হবেন। তখন তোমার শাফা'আত কে করবে?"

ইয়াযীদ বন্দনার এই নজীর একেবারেই বেনজীর! ইয়াযীদ নিশ্চয়ই মুফতী ইয়ারখান নঈমী এবং মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেবের উপর খুব সন্তুষ্ট হবে।
ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শানে এই গোস্তাখী মূলতঃ আল্লাহ'র রাসূলের শানেই গোস্তাখী। এই গোস্তাখী শুধু ইমাম হুসাইন'র শানে নয় বরং এই গোস্তাখী টোটাল আহলে বায়তের শানে।

রাসুলের অপমানে যদি কাঁদে না তোর মন,
মুসলিম নয়, মুনাফিক তুই, রাসুলের দুশমন।

-কাজী নজরুল ইসলাম

আহলুস সুন্নাহ মিডিয়া